CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-09 ■ 13 October, 2025 ■ আগরতলা ১৩ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ২৬ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

নেপাল জেল পলাতক পাক মাদক পাচারকারী মহিলা সাব্রুমে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। নেপালের কাঠমান্ডু জেল থেকে পলাতক এক পাকিস্তানি মাদক পাচারকারী মহিলাকে আটক করা হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম রেলওয়ে স্টেশন থেকে। নেপালের জেল থেকে পলাতক মাদক পাচারকারী ওই মহিলা ত্রিপুরায় আটক হওয়ার পর থেকেই জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নেপালের জেল থেকে পালিয়ে ত্রিপুরাকে নিরাপদ করিডোর হিসেবে বেছে নেওয়ার ঘটনায় দেশজুড়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যান্য রাজ্য থাকা সত্ত্বেও কেন অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের জন্য ত্রিপুরাকেই বেছে নিল এই মাদক পাচারকারী মহিলা তা নিয়ে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। তবে কি আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের জন্য অথবা অনুপ্রবেশের জন্য ত্রিপুরাকেই নিরাপদ করিডোর হিসেবে বেছে নিচ্ছে অপরাধকারীরা, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

শনিবার রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুম রেলওয়ে স্টেশন থেকে আটক করা হয়েছে ৫০ বছর বয়সী ওই পাকিস্তানি মহিলাকে। সাবরুম রেলস্টেশনে সন্দেহ হলে প্রথমে ওই মহিলাকে বিএসএফ জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা জানায় সে দিল্লি নিবাসী। যদিও বিএসএফের বিশেষ কিছু সন্দেহ না হওয়ায় তারা ওই মহিলাকে ছেড়ে দেন।

পরবর্তীতে ওই মহিলাকে সাবরুম রেল স্টেশনে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় রেল পুলিশের। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলার কথায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করতে পেরে রেল পুলিশ ও দুইজন মহিলা কনস্টেবল তাকে আটক করে। যথারীতি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেখানেও ওই মহিলা জানায়, তার নাম সাহিনা পারভীন, সে দিল্লির পুরানি বস্তির এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু সে কোন বৈধ পরিচয় পত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তার কাছ

থেকে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানের যোগাযোগ নম্বর উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাবরুম রেল পুলিশ তাকে আটক করে।

পরে পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসে ওই মহিলার আসল পরিচয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলার আসল নাম লুইস নিঘাত আখতার ভানো, মোঃ গোলাফ ফারাজ এর স্ত্রী। যিনি পাকিস্তানের শাইখুপুরা জেলার ইয়ংগানাবাদের বাসিন্দা।

ওই মহিলা ১২ বছর আগে নেপালে এক পাকিস্তানি পাসপোর্ট দ্বারা প্রবেশ করে। তারপর মাদক পাচার কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ২০১৪ সালে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২০১৪ সাল থেকে তিনি নেপালের জেলে সাজা ভোগ করছিলেন। কিন্তু গত মাসে নেপালের চলমান অস্থিরতার জেরে কাঠমান্ডু জেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জেলেই ছিলেন ওই পাকিস্তানি মহিলা। অগ্নিকাণ্ডে তখন সেই জেল থেকে প্রায় সাড়ে ৪০০ কয়েদি পালিয়ে যায়। তারমধ্যে এই পাকিস্তানি মহিলাও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মানব পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই মহিলা উত্তরপ্রদেশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তিনি চলে যান নিউ জলপাইগুড়িতে। ধারণা করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে কোনভাবে সীমান্ত পারাপার করতে না পেরে তিনি ত্রিপুরাকেই বেছে নিয়েছেন। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা করে আগরতলা হয়ে সাব্রুম যান ওই পাকিস্তানি মহিলা। সেখানেই রেলস্টেশনে তাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ত্রিপুরা অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করে বাংলাদেশ পৌঁছে সেখান থেকে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার ছক কষছিলেন ওই মহিলা।

যদিও তার আগেই রেল পুলিশ তাকে আটক করেছে। তাকে সোমবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

নেপাল থেকে পালিয়ে ভারতে প্রবেশের পর ওই পাকিস্তানি মহিলার সঙ্গে কাদের যোগাযোগ হয়েছে, পাশাপাশি তার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তদন্ত চালাচ্ছে প্রশাসন। পাকিস্তানি ওই মহিলার ভারতে প্রবেশের পর ত্রিপুরাকে বেছে নেওয়ার ঘটনায় সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জিরানিয়ায় বাধার সম্মুখিন প্রাক্তন মন্ত্রী

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আর্থিক দৈন্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। আজ দুপুরে সিপিআই(এম) রাজ্য দপ্তর 'দশরথ দেব স্মৃতি ভবন', মেলারমাঠে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট আহ্বায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, আরএসপি রাজ্য সম্পাদক দীপক দেব, সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য, ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা পরেশ সরকার এবং প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে জানান, জিরানিয়ায় একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয়। তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে। আমি ওই অনুষ্ঠানে না গিয়েই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আরও জানান, বিধানসভা এলাকার স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্ট নেতৃত্বরা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রশাসনিক পক্ষপাত ও শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। এদিন, এসআইআর নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। তাঁর অভিযোগ, "নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার ভূমিকা হারিয়ে শাসকদলের পক্ষে কাজ করছে।"

এছাড়া বামফ্রন্ট নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, দুর্গাপূজার আগে রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখে সরকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের আনন্দে জল ঢেলেছে। এভাবে রাজ্য সরকার শ্রমজীবী মানুষদের দুর্দশার মধ্যে ফেলেছে বলে দাবি করা হয়।

মানিক দে বলেন, একদিকে বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের সময়ে তথ্য জানার অধিকার ক্ষুন্ন ঃ আশিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিষ কুমার সাহা সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে এই আইনের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে ভেঙে পড়েছে, যা দেশের স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করেছে।

আশিষ কুমার সাহা আরও বলেন, ২০১৯ সালে RTI আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন দুর্বল করা হয়েছে। তথ্য কমিশনারদের পূর্বে ৫ বছরের মেয়াদ এবং সুরক্ষিত পরিষেব ☛৫ এর পাতায় দেখুন

১৪ মাসের শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার দাদু আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১২ অক্টোবর।। এক মর্মান্তিক এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনায় তোলপাড় পানিসাগরের পদ্মবিল এলাকা। বাড়ির পাশে কাদার নিচ থেকে উদ্ধার হল মাত্র ১৪ মাসের এক শিশুকন্যার মৃতদেহ। প্রাথমিক ধারণা, শিশুটিকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে পানিসাগর থানাধীন পদ্মবিল এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডে। শিশুকন্যার পরিবারের অভিযোগ, শিশুকন্যাকে ধর্ষণের পর খুন করে মৃতদেহটি মাটির নিচে পুঁতে রাখে তারই দাদু জয়নাল উদ্দিন। এই ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা এবং পরিবারের সদস্যরা দ্রুত খবর দেন পুলিশকে।

ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানিসাগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং কাদার নিচ থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত দাদু জয়নাল উদ্দিন পলাতক ছিল। তবে পুলিশি তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত তাকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। রবিবার সকালে আসাম রাজ্যের নিলামবাজার এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে এবং ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রবিবার বুদ্ধমন্দিরের বেনুবন বিহারে পালিত হয় কঠিন চিবরদান উৎসব। ছনি- নিজস্ব।

চাঁদা নিয়ে বচসা, মহিলাকে মারধরের অভিযোগ বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর বুথ সভাপতি শিবু সাহা-র বিরুদ্ধে এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিবেকানন্দ আবাসনে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুজোর চাঁদা সংগ্রহের সময় শিবু সাহা নামে ওই ব্যক্তি চাঁদা জুলুমবাজি শুরু করেন। দিনমজুর ওই পরিবারটি আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় ৬০০ টাকার চাঁদা দিতে না পেরে ২৫০ টাকা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় বচসা, যা পরে নৃশংস মারধরে রূপ নেয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, শিবু সাহা প্রথমে মহিলার স্বামীর গোপনাঙ্গে লাথি মারে, এরপর মহিলার তলপেটে আঘাত করে। এমনকি মহিলার মা-বাবার ওপরও হামলা চালানো হয়। পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসলে বড় মেয়ে ও ছোট মেয়েকেও আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

ভুক্তভোগী পরিবার ৩ অক্টোবর পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। ফলে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয়রা দ্রুত অভিযুক্তের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ইন্দ্রনগর থেকে অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার, আটক চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকা থেকে অপহৃত এক নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজ্য পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ওই নাবালিকাকে উদয়পুর মহকুমার মহারানী এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনজনই নাবালক। গ্রেপ্তার হওয়া প্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কোটি কোটি খরচের স্মার্ট সিটি প্রকল্পের পরও আগরতলা জলমগ্ন, উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। অল্প বৃষ্টিতেই আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ছে, যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া স্মার্ট সিটি প্রকল্পে শহরের পুরনো বাম আমলের ড্রেনগুলি নতুন করে তৈরি করা হয়। তবুও, শহরের বিভিন্ন এলাকা বানভাসির হাত থেকে মুক্ত থাকছে না।

নাগরিকদের অভিযোগ, নতুন করে

ফাইল ছবি

নির্মিত কাভারড ড্রেনগুলোতে পর্যাপ্ত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা নেই। ফ্লাড পাম্পের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে শহরের জল পরিস্কার করার জন্য। যেসব এলাকায় আগে জল জমত না, এখন সেগুলোতেও জলাবদ্ধতার ঘটনা ঘটছে।

পুরনিগমের উদাসীনতা ও ড্রেন নির্মাণের ত্রুটি অনেকের বাড়ি ও দোকানে জল ঢুকার কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। বিশেষ করে শহরতলীর সম্প্রসারিত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৩ অক্টোবর, ২০২৫ ইং
২৬ আশ্বিন, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

'অদৃশ্য যুদ্ধবিমান'

ভারতীয় বায়ুসেনা রাশিয়ার পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান সু-৫৭ই কেনার বিষয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবিতেছে। এটি ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়া যাইতে পারে। পাকিস্তান যখন চীনের জে-৩৫এ স্টেলথ জেট কিনিবার পরিকল্পনা করিতেছে এবং ভারতের নিজস্ব অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ এখনও বাস্তবায়নের বহু বছর দূরে, তখন এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।বর্তমানে আই এ এফ -এর হাতে মাত্র ৩১টি ফাইটার স্কোয়াড্রন রহিয়াছে, যেখানে অনুমোদিত সংখ্যা ৪২টি স্কোয়াড্রন। অর্থাৎ প্রায় ২০০টি যুদ্ধবিমানের ঘাটতি রহিয়াছে, যাহা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এক বড় উদ্বেগের বিষয়। প্রস্তাবিত ৪০—৬০টি সু-৫৭ই ক্রয় করিলে এই ঘাটতি অনেক দ্রুত পূরণ হইতে পারে নিজস্ব প্রকল্প বা দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়প্রক্রিয়ার অপেক্ষা ছাড়াই।সু-৫৭ই, ন্যাটো কোডনেম "ফেলন", রাফালের তুলনায় একেবারে ভিন্ন ক্ষমতার প্রতীক। রাফাল যেখানে ৪.৫ প্রজন্মের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাল্টিরোল ফাইটার, সেখানে সু-৫৭ই মূলত একটি স্টেলথ যুদ্ধবিমানযার রাডার-এভেডিং প্রযুক্তি একে শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চোখে প্রায় অদৃশ্য করিয়া তোলে।

চীন ইতিমধ্যেই প্রচুর জে-২০ স্টেলথ ফাইটার মোতায়েন করিয়াছে এবং পাকিস্তানও শিগগির জে-৩৫এ পাইতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের হাতে যদি স্টেলথ ক্ষমতাসম্পন্ন বিমান না থাকে, ভবিষ্যতের সংঘাতে এটি একটি বড় দুর্বলতা হইয়া দাঁড়াইবে।সু-৫৭ই এমন একটি যুদ্ধবিমান যাহা আফটারবার্নার ছাড়াই সুপারসনিক গতিতে উড়িতে পারেযাহাকে সুপারক্রুজ বলা হয়। এতে জ্বালানি কম খরচ হয় এবং যুদ্ধ পরিসর বাড়ে। এর নকশা উচ্চপর্যায়ের অভিযানের জন্য আদর্শ, বিশেষত হিমালয়ের ওপর যেখানে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ।এই জেট হাইপারসনিক অস্ত্র, যেমন কিনঝাল মিসাইল বহন করিতে পারেযাহা ভারতের আক্রমণক্ষমতা বহুগুণে বাড়াইবে। আরও উল্লেখযোগ্য হইল, এটি একটি "ড্রোন মাদারশিপ" হিসেবে কাজ করিতে পারে, অর্থাৎ-এস৭০ ওখোটনিক-বি ড্রোনের মতো মানহীন বিমানের সাথে যৌথ মিশন পরিচালনা করিতে পারে। এটি ভবিষ্যতের এয়ার ওয়ারফেয়ারের দিক নির্দেশ করিতেছে।পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম ব্যাচের বিমান সরাসরি রাশিয়া থেকে কেনা হইবে এবং ২০২৮ সাল নাগাদ সরবরাহ শুরু হইবে। প্রতিটি বিমানের দাম প্রায় ৮০—১০০ মিলিয়ন ডলার (৭,০৪০—৮,৮০০ কোটি), অর্থাৎ মোট প্রকল্পের ব্যয় হইবে ২৮,০০০—৫৩,০০০ কোটি। তুলনামূলকভাবে এটি যুক্তিসঙ্গত বিনিয়োগ, কারণ এতে ভারত দ্রুত আধুনিক ফাইটার সংগ্রহ করিতে পারিবে, স্থানীয় উৎপাদন অবকাঠামো তৈরি না করিয়াও। এই প্রকল্পে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। যেমন হাল আগে রাশিয়ার সু-৩০-কে ভারতীয় সংস্করণ সু-৩০এমকেআই "সুপার-৩০" তে রূপান্তরিত করিয়াছিল, তেমনি এবার "সুপার ফেলন" আপগ্রেড প্রকল্পে ভারতীয় প্রযুক্তি সংযোজনের পরিকল্পনা রহিয়াছে।হাল নাসিক ইউনিটে ভারতীয় অস্ত্র, উত্তম রাডার, স্বদেশি মিশন কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম সংযোজনের কাজ করিবে। ১০০টির বেশি বিমান অর্ডার দিলে রাশিয়া সম্পূর্ণ প্রযুক্তি হস্তান্তর দিবে বলিয়াও প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রকল্প শুধু ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়াইবে না, বরং হাল-কে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবে যাহা ভবিষ্যতের এএমসিএ প্রকল্পের ভিত্তি মজবুত করিবে।

ভারত সফরে আসছেন মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খুরেলসুখ উখনা, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকসহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খুরেলসুখ উখনা আগামী সোমবার থেকে চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসছেন। এটি তাঁর ভারতের প্রথম সফর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র আমন্ত্রণে এই সফরে তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। সফরসঙ্গীদের মধ্যে থাকবেন মঙ্গোলিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, ঊর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতির সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করবেন। সফরকালে রাষ্ট্রপতি খুরেলসুখ উখনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক পর্যালোচনা হবে। এছাড়াও, উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কথা রয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, এই সফরের মাধ্যমে ভারত ও মঙ্গোলিয়া তাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করার পাশাপাশি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করবে। ১৯৫৫ সালে ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই থেকে দুই দেশ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে একাধিক ক্ষেত্রেপ্রতিরক্ষা, শক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সফর ভারত-মঙ্গোলিয়া সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সহায়ক হবে এবং দু'দেশের মধ্যে চলমান ও ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলিকে আরও গতি দেবে।

'অনুপ্রবেশের কারণেই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি': অসমে বললেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি/গৌহাটি, ১১ অক্টোবর : অসমে মুসলিম জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার দিল্লিতে দৈনিক জাগরণ-এর প্রাক্তন সম্পাদক নরেন্দ্র মোহনের স্মরণে আয়োজিত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, অসমে মুসলিম জনসংখ্যার দশকভিত্তিক বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৬ শতাংশ। অনুপ্রবেশ ছাড়া এটি সম্ভব নয়।" তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী একাধিক জেলায় এই বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশেরও বেশি, কোথাও কোথাও তা ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায়, অতীতে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

অমিত শাহ বলেন, অনুপ্রবেশ কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি একটি জাতীয় নিরাপত্তা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন। তাঁর দাবি, "কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে দেখছে এবং তাঁদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার একা অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারে না। রাজ্য সরকারগুলিকেও দায়িত্ব নিতে হবে।" সীমান্তে কাঁটাতার না থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু এলাকার ভূগোল এমন যে সেখানে বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়, ফলে অনুপ্রবেশ আটকাতে আরও কঠোর নজরদারি ও প্রশাসনিক সক্রিয়তা প্রয়োজন।

শাহ প্রশ্ন তোলেন, "গুজরাট এবং রাজস্থানেও তো ভারতের সীমান্ত রয়েছে, কিন্তু সেখানে অনুপ্রবেশ হয় না কেন?" এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী জনসংখ্যার হ্রাসও অনুপ্রবেশজনিত সমস্যার প্রভাব। "বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই এই জনমিতিক পরিবর্তন ঘটছে," মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উষ্ণযুগের এই পৃথিবী

ভূলোকে মাঠ-ঘাট জ্বলছে, পুকুরের মাটি শুকিয়ে ফুটিফাটা, জলের তল নেমে যাচ্ছে, জলাভাবে মানুষ নাজেহাল। দ্যুলোকে মেঘের নামমাত্র চিহ্ন নেই, সকাল থেকেই ঝরে পড়ছে আগুন, আর যেটুকু বাতাস বইছে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে তপ্ত হলকা। প্রায় এক মাস হতে চলল পশ্চিমবঙ্গের এই হাল। কত কাল আগে কালবৈশাখী হয়েছিল, মানুষ ভুলে গিয়েছে।

বৃষ্টির আশায় শহর থেকে গ্রাম, ফুটপাতবাসী থেকে সুউচ্চ অট্টালিকার বাসিন্দা হাপিত্যেশ করে অপেক্ষায়। এমন নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ চৈত্র দিয়ে গেল বৈশাখকে, আর সে তাপের রেগুলেটর ধীরে ধীরে বাড়িয়েই চলেছে। তাপমাত্রা কত তাতে আর লোকের আগ্রহ নেই, ওটা এখন একটা সংখ্যামাত্র, আসল হল তাপ যা সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বাতানুকুল যন্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা, জোগান দিতে না পারলে পাওয়ার কাট।

গত শতক থেকে কায়িক শ্রমের ঘরোয়া সামগ্রীগুলো বৈদ্যুতিক যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এসেছে বৈদ্যুতিক আলো-পাখা, মিক্সি-গ্রাইন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, রেডিয়ো, টেলিভিশন, এসি। জীবনযাপনে এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়ে উঠেছে। ফলে শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে বিদ্যুতের চাহিদা ও ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ৪২৬১৩২ মেগাওয়াট। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১৮৪৪ টেরাওয়াট ঘণ্টা। ওই বছরের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে ভারতে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে নানা ধরনের শিল্প ও কলকারখানায় ৪১ শতাংশ , গার্হস্থ কাজে ২৬ শতাংশ কৃষিকাজে ১৭.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থায় ৮.৩ শতাংশ । মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৭১.৫ শতাংশ অর্জিত হয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, যার মূল উপাদান কয়লা। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাস (৩.৮ শতাংশ), জলবিদ্যুৎ (৯.৯ শতাংশ), নিউক্লিয়ার (২.৯ শতাংশ), এবং পুনর্নবীকরণ উৎস যেমন বায়ু, সৌরশক্তি, বায়োমাস ইত্যাদি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিশ্বে ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। বোঝা যাচ্ছে, যে ভাবে সভ্যতা আধুনিক হয়ে উঠেছে, তার অনেকটাই নির্ভর করছে বিদ্যুতের উপর, এবং সেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। এ দিকে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে আমাদের ধরিত্রী তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা এও বলছেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা ৩০ শতাংশ করতে হবে, নইলে সমূহ বিপদ।

যে ভাবে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এবং বিভিন্ন দেশে কয়লা উৎপাদন ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই হিসাব মাথায় রাখলে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। বলা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হতে শুরু করেছে, গরম হয়ে যাচ্ছে সমুদ্র, মাটি। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের জন্য বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির পরিমাপ তাঁরা দেখিয়েছেন। এ দিকে ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবীর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখন উষ্ণযুগের মধ্য দিয়ে চলেছি। হিমবাহ যুগের সমাপ্তি ঘটেছে, বারো হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে উষ্ণযুগ। এর ফলে ক্রমে পৃথিবী গরম হবে তবে এক নাগাড়ে নয়, ক্রমে ক্রমে। মাঝেমধ্যে শীতল আবহাওয়া আসবে। যেমন বারো থেকে ছয় হাজার বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবী

এমন গরম হয়েছে যে দুই মেরুবৃত্তে হিমবাহ যুগে যা বরফ জমেছিল তার অর্ধেক গলে গিয়েছে, আর এরই জন্য সমুদ্রের জলের মাত্রা ১২০ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ছয় হাজার বছরের মধ্যে আবার মাঝে-মাঝে শীতল আবহাওয়াও ছিল। যেমন, আট হাজার বছরেরও কিছু আগে "আটলান্টিক মেরিডিয়োনাল ওভারটার্নিং সার্কুলেশন" নামে পরিচিত সমুদ্রস্রোতের একটি প্রধান "সিস্টেম"-এ পরিবর্তনের কারণে উত্তর অতলান্তিক ও উত্তর ইউরোপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শীতল হয়ে গিয়েছিল। তা পৃথিবীব্যাপী বৃষ্টিপাতের ধরনকেও প্রভাবিত করেছে। কয়েকশো বছরের মধ্যে আবার গরম হয়ে যায়, এখনকার পৃথিবী সেই তাপমাত্রায় এখনও পৌঁছয়নি। মনে করা হয়, লবণাক্ত সমুদ্রের জলে বরফগলা মিষ্টি জলের মিশ্রণের জন্যেই উল্লিখিত "সার্কুলেশন"-এর পরিবর্তন হয়। ফলে পৃথিবী গরম বা ঠান্ডা হওয়াটা শুধুমাত্র গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়ার মতো একটা সহজ পদ্ধতিতে হয় না।

উষ্ণায়নের জন্যে শুধু মেরু অঞ্চলের বরফই যে গলেছে তা নয়, সুউচ্চ পর্বতগুলোর মাথায় হিমবাহের গলনও উল্লেখ্য। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার যুগে অতি উন্নত মানের নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রমাণ মিলেছে, এবং এও জানা গেছে, উত্তরোত্তর সেই নালার জল পরিবহণের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। মনে করা হয়, মধ্য-হলোসিন যুগে উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমালয়ের হিমবাহ গলে যাওয়ায় সিন্ধু নদ দিয়ে প্রবাহিত জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জন্যই নালা বার বার সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। হিমবাহের বরফ গলে জল জমে থাকে পাহাড়ের গায়ে নিকটবর্তী কোনও গর্তে। সেই গর্ত তখন সাময়িক হ্রদের চেহারা নেয়। জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে তার চাপে গর্তের পাথরে ফাটল ধরে, জল হুড়মুড়িয়ে নীচে নেমে এসে প্লাবন ঘটায়। এমন ঘটনা হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে ঘটেছে। এপ্রিলের গোড়ায় রাশিয়ার উরাল পর্বতে হিমবাহ গলে জলের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে উরাল নদীর বন্যায় রাশিয়া ও কাজাখস্তানে চৌত্রিশ হাজার ঘরবাড়ি ভেসে যায়, এক লক্ষ লোককে স্থানান্তরিত করতে হয়। হিমালয়ে ১৪,৭৯৮ হিমবাহের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে কিছু হিমবাহের সঙ্কোচন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক চরিত্রকে কিছু প্রভাবশালী দেশের মানুষ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাণিজ্যিক করে তুলতে চাইছে। আমরা এখনও জানি না বিশ্ব উষ্ণায়নে মানুষ কতটা দায়ী; শুধু গ্রিনহাউস গ্যাসের সংখ্যা ও মাত্রা দিয়ে প্রকৃতির চরিত্রকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তা হলে চারশো কোটি বছর ধরে চলা হিমবাহ-উষ্ণায়নের চক্র অস্বীকার করতে হয়, সাম্প্রতিক উষ্ণযুগ এবং তার ফলে ক্রমশ গরম হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে শীতল-উষ্ণ সময়ের চক্রের ফলে উদ্ভূত যাবতীয় নিদর্শনকে অস্বীকার করতে হয়।

পৃথিবী আরও গরম হবে, গ্রিনল্যান্ডের অনেকটা বরফ মুক্ত হয়ে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হবে, হিমবাহের বরফ গলবে, নদীতে জলোচ্ছ্বাস হবে, সমুদ্রের জলের মাত্রা বাড়বে, অনেক প্রাণী শেষ হয়ে যাবে, নতুন প্রাণ জেগে উঠবে। এই সত্য স্বীকার করে মানুষকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সূর্যের তাপশক্তি বিশ্বের জলবায়ুকে চালিত করে। সমুদ্রের স্রোত এর ফলে বিঘ্নিত হওয়ায় সারা পৃথিবীতে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। সৌরতাপে ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের বাতাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য মাঝেমধ্যে "বাণিজ্য বাতাস" দুর্বল হয়ে পড়ে। একে বলা হয় "এল নিনো"। এ এক "বৈশ্বিক জলবায়ু ঘটনা" যা কয়েক বছর অন্তর হয়ে থাকে। এই সময় উষ্ণ বাতাস পূর্ব থেকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দিকে বইতে শুরু করে। এই উষ্ণ বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ঢুকে এক বিশাল এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে তাকে গরম করে তোলে। গত বছরের শেষার্ধ থেকে ভারতে এল নিনো-র প্রভাব চলছে, যার কারণে পশ্চিম থেকে তীব্র শুষ্ক হাওয়া ঢুকে, এই সময়ে যা স্বাভাবিক সেই বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাতাসকে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। আগামী জুন অবধি এই তাপপ্রবাহ চলবে বলে বিজ্ঞানীদের মত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকথা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না "ধর্মার্থকাম মোক্ষাণাম পদেশসমন্বিতম পূর্ববৃত্তক থাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটসপ্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেমহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীকলিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না। পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীকলেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছেমহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাইমহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিতে হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান নালিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই। কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইলও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীনও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাইমহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মনির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না। এখানে জর্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মেগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিসমহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

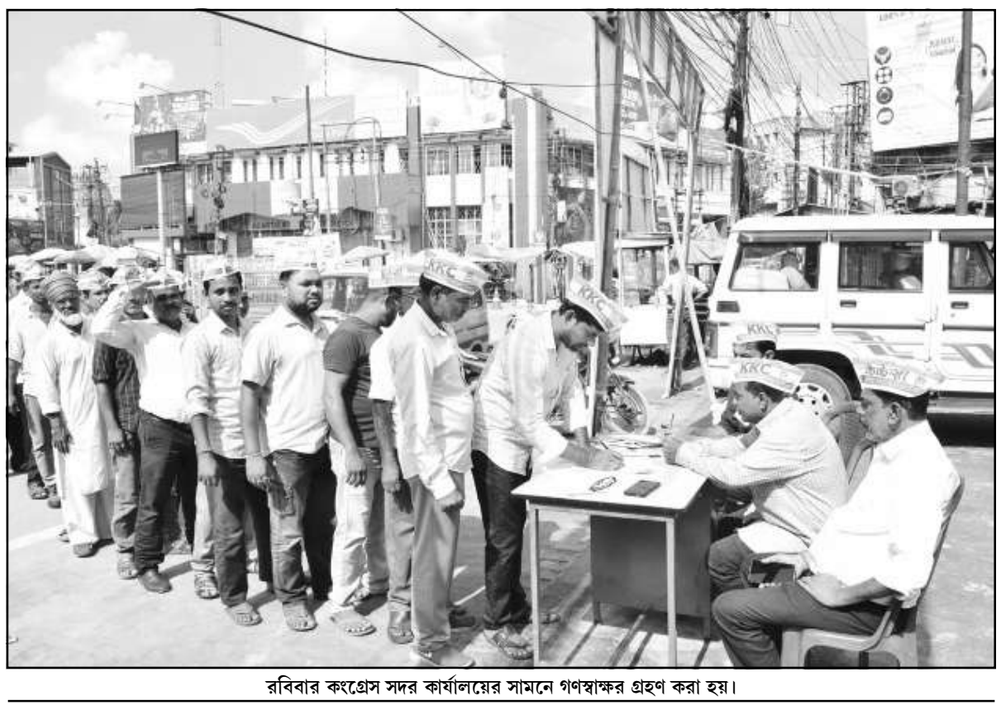

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ের সামনে গণস্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়।

১৫ অক্টোবর ‘মেরা বুথ সবসে মজবুত’ কর্মসূচিতে বিহারের বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি/পটনা, ১২ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৫ অক্টোবর ‘মেরা বুথ সবসে মজবুত’ কর্মসূচির অধীনে বিহারের বুথ স্তরের বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীদের উৎসাহিত করা এবং তাঁদের পরামর্শ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, “বিহারে বিজেপি-এনডিএর জয়ের জন্য আমাদের নিবেদিত কর্মীরা পূর্ণ উদ্দীপনায় কাজ শুরু করেছেন। এমন কর্মীদের সঙ্গে কথা বললে সবসময় নতুন অনুপ্রেরণা মেলে। ১৫ অক্টোবর আমি এমন কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাব।” তিনি কর্মীদের ‘মেরা বুথ সবসে মজবুত’ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আপনারা আজই আপনাদের পরামর্শ দিন। আমি নির্বাচিত কিছু কর্মীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করব।”

‘মেরা বুথ সবসে মজবুত’ বিজেপির একটি দীর্ঘমেয়াদী গ্রাসরুট স্তরের যোগাযোগ কর্মসূচি, যার লক্ষ্য দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি ও বুথভিত্তিক সংগঠনকে শক্তিশালী করা। এদিকে, বিহারে ২৪৩টি আসনের জন্য বিধানসভা নির্বাচন দু’টি দফায় অনুষ্ঠিত হবেপ্রথম দফায় ৬ নভেম্বর ও দ্বিতীয় দফায় ১১ নভেম্বর। ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ইতোমধ্যেই আসন ভাগাভাগি নিয়ে একাধিক বৈঠক সম্পন্ন করেছে। এনডিএ-তে রয়েছে জনতা দল (ইউ), বিজেপি, লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস), হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (সেক্যুলার), এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। রবিবার এদের আসন বন্টন চূড়ান্ত করে ঘোষণা করার কথা রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপি সভাপতি জে.পি. নাড্ডার নেতৃত্বে দিল্লিতে এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। অন্যদিকে, বিরোধী মহাগঠবন্ধন যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আরজেডি, কংগ্রেস, বাম দলসমূহ ও বিকাশশীল ইনসান পার্টি এখনও পর্যন্ত আসন ভাগাভাগি নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেনি। জোটের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরাসরি কর্মী সংলাপ ও বিজেপির মাঠপর্যায়ে তৎপরতা বিহার নির্বাচনে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহ : ভর্তি ও পরীক্ষার ফি গ্রহণে ইউপিআই ব্যবহারের নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: ডিজিটাল ভারত গড়ার লক্ষ্যে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিকে ভর্তি ও পরীক্ষার ফি সংগ্রহে ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ।

এ নিয়ে সম্প্রতি একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, এবং এনসিইআরটি, সিবিএসই, কেভিএস, এনভিএস -সহ বিভিন্ন স্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ইউপিআই -সহ মোবাইল ওয়ালেট, নেট ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে হবে।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়বে সুবিধা, কমবে সময় ও পরিশ্রম।

বিদ্যালয়ে গিয়ে নগদ অর্থে ফি জমা দেওয়ার পরিবর্তে ঘরে বসেই ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা যাবে। পাশাপাশি, এই উদ্যোগ ডিজিটাল আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, নগদ লেনদেন থেকে ডিজিটাল লেনদেনে রূপান্তর বিদ্যালয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনবে। সেই সঙ্গে, ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য পূরণের পথে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বলা হয়েছে, যেন তারা বিদ্যালয় স্তরে একটি নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর অনেকটাই ত্বরান্বিত হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

কেরলে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত, সতর্কতা জারি একাধিক জেলায়

কেরল, ১২ অক্টোবর : আরব সাগরের ওপর সৃষ্ট একটি ঘূর্ণাবর্তের কারণে দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভারতের মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে কেরল ও মাহে অঞ্চলে ১১ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। বাতাসের গতি ঘন্টায় ৩০-৪০ কিমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

রবিবার, ১২ অক্টোবর, কেরলের পাথানামথিট্টা, ইদুক্কি, পালক্কাড, মালাপ্পুরম ও ওয়ানাড় জেলায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬৪.৫ মিমি থেকে ১১৫.৫ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে, আগামী ১২ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত কেরলের একাধিক জেলায় প্রতিদিন এক-দুটি স্থানে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম বিভাগ।

এছাড়াও, ১১ ও ১২ অক্টোবর লক্ষদ্বীপেও বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া ও সাগরে উত্তাল অবস্থা বিবেচনায় রেখে কেরল ও কর্ণাটক উপকূলবর্তী অঞ্চল, লক্ষদ্বীপ ও কান্যকুমারীর সংলগ্ন এলাকায় মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এইসব অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ৪০ থেকে ৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

ইতিমধ্যে মৌসম বিভাগ কেরলের একাধিক জেলায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করেছে। ১২ অক্টোবর: পাথানামথিট্টা, ইদুক্কি, পালক্কাড, মালাপ্পুরম, ওয়ানাড়; ১৩ অক্টোবর: পাথানামথিট্টা, কোট্টায়ম, ইদুক্কি, ওয়ানাড়; ১৪ অক্টোবর: পাথানামথিট্টা, কোট্টায়ম এবং ১৫ অক্টোবর: এর্নাকুলাম ও ইদুক্কি জেলায় সতর্কতা জারি রয়েছে।

অধিকর্তারা সতর্ক করেছেন, পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ভূমিধস ও হঠাৎ বন্যার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে কিছু অঞ্চলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া, গাছ পড়ে যাতায়াত ব্যাহত হওয়া, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং নিচু এলাকায় জলজটের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি দুর্বল গঠনবিশিষ্ট ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি এবং মাঠে থাকা পরিপক্ক ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৌসম বিভাগ সাধারণ মানুষকে বজ্রপাতের সময় বাড়ির ভিতরে থাকার, খোলা মাঠ এড়িয়ে চলার এবং নিচু ও ধসপ্রবণ এলাকায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের শেষের দিকে কেরলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়াতে পারে।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ, সীমান্ত পথসমূহ বন্ধ

ইসলামাবাদ, ১২ অক্টোবর : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় রবিবার পাকিস্তান তাদের প্রধান সীমান্ত পথসমূহ বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা।

শনিবার রাতে আফগান বাহিনী পাকিস্তানি সীমান্ত চৌকির ওপর গুলি চালায়। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, এটি ছিল পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রতিশোধ। পাকিস্তান জানায়, তারা পাল্টা গোলা ও কামানের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে, এবং এতে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি সীমান্ত চৌকি ধ্বংস হয়েছে।

রবিবার সকাল নাগাদ সংঘর্ষ অনেকটা কমে আসে। তবে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার কুররাম এলাকায় ছোঁড়াছোঁড়া গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা।

সীমান্ত উত্তেজনার পর রবিবার পাকিস্তান আফগানিস্তানের সঙ্গে দুটি প্রধান সীমান্ত পথতোরখাম ও চমনবন্ধ করে দেয়। এছাড়াও খারলাচি, আঙ্গুর আড্ডা ও গুলাম খানএই তিনটি ছোট সীমান্ত পথও বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়।

তবে সীমান্ত বন্ধের ব্যাপারে এখনো কাবুলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের সামরিক অভিযান শনিবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে।

আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ রবিবার বলেন, “আফগানিস্তানের কোনো অংশেই এখন কোনো ধরনের হুমকি নেই।”

প্রসঙ্গত, স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানের পাকিস্তানের সঙ্গে ২,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করে আসছে, তালেবান প্রশাসন পাকিস্তানবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলোকে আশ্রয় দিচ্ছে, যদিও কাবুল তা অস্বীকার করেছে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী কাবুলে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) প্রধানকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। যদিও এ হামলার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি ইসলামাবাদ, এবং টিটিপি নেতার ভাগ্যে কী ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত নয়।

অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলায় ২,০০০-এর বেশি মানুষ কংগ্রেসে যোগদান

লংডিং, ১২ অক্টোবর: অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলার কানুবাড়িতে ২,০০০-এর বেশি মানুষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সংগঠনের একটি বৃহত্তম উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই গণ যোগদান কংগ্রেসের উন্নয়নমূলক এজেন্ডার প্রতি জনগণের শক্তিশালী সমর্থনের প্রতিফলন। এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন এপিসিসি সভাপতি বসিরাম সিরাম এবং প্রাক্তন বিধানসভা প্রার্থী পাংজাম ওয়াংসা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের এআইসিসি ইঞ্চার্জ ডাঃ এ চেল্লাকুমার ও অ্যাডভোকেট ম্যাথিউ অ্যান্টনি, এবং রাজ্য কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা যেমন অ্যাডভোকেট আব্রাহাম কে টেচি, চেরা তায়া, কন জির্জো জোথাম, টাবা টাগাম, গোল্লো তাল্লাং ও চাতু লংরি।

চাংলাং জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হলাই ওয়াংসার নেতৃত্বে এই সমাবেশে চাংলাং, তিরাপ ও লংডিং জেলার বহু সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় নেতারা যেমন কেহাং সোশ্যাল, পিন্না কিটনাল সিংফো ও টেকোয়া ট্যাংসে উপস্থিত ছিলেন।

এপিসিসি প্রধান বসিরাম সিরাম সমাবেশে বলেন, “এই বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি কংগ্রেসের শান্তি, উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের প্রতি নতুন করে আস্থা জাগিয়েছে।” তিনি নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে তাদের যোগদানকে কংগ্রেসের তৃণমূল রাজনীতিতে পুনরুত্থানের প্রতি এক ভোট অব বিশ্বাস হিসেবে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, এই সমাবেশ কংগ্রেসের “ভোট চুরি” স্বাক্ষর অভিযানের সাথে সংগতি রেখে আয়োজিত হয়েছে। এই দেশব্যাপী প্রচারণা নির্বাচনী অসদাচরণর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা উপস্থিতদের আবেদন করেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় এই অভিযানে অংশ নিতে।

লংডিংয়ের রাজনৈতিক মহলে কংগ্রেসের এই জোটবদ্ধতা আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মেঘালয়ের রি-ভোই জেলায় আইইডি উদ্ধার, নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

উমস্নিং, ১২ অক্টোবর: মেঘালয়ের রি-ভোই জেলার উমস্নিং বাজারে একটি সম্ভাব্য বড়সড় বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে, যখন পুলিশ একটি সন্দেহজনক ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া আইইডি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ সুপার বিবেকানন্দ সিং জানিয়েছেন, মেঘালয় রুরাল ব্যাংকের কাছে একটি কম্পাউন্ডে ওই সন্দেহজনক ব্যাগটি প্রথম নজরে আসে। “ব্যাগটি পরীক্ষা করার পর দেখা যায়, এর ভিতরে বিস্ফোরক পদার্থ রয়েছে,” বলে জানান তিনি। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণ দল এবং একটি কেএ-৯ ডগ স্কোয়াড। বিশেষজ্ঞ দলের তৎপরতায় আইইডিটি সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়, কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরবর্তীতে বিশ্লেষণে জানা যায়, ওই আইইডিতে ৪.৭ কেজি জেলেটিন, ১০টি ডিটোনেটর এবং প্রায় ৫০টি লোহার রডের টুকরো স্ক্রিপ্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সমস্ত বিস্ফোরক দ্রব্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জব্দ করা হয়েছে এবং অপারেশনের সময় পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলে জানান পুলিশ সুপার।

এই ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে একজন সন্দেহভাজনের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তাকে ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

বিডিডিএস দলের দ্রুত ও দক্ষ তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষ তাদের প্রশংসা করেছে। বাজার এলাকার মতো জনবহুল স্থানে এই ধরনের আইইডি নিষ্ক্রিয় করে তারা একটি বড় দুর্ঘটনা রোধ করেছে বলে জানানো হয়েছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন: ১০৩টি আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করল জেডিইউ, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শীঘ্রই

পাটনা, ১২ অক্টোবর: বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন জনতা দল তাদের সম্ভাব্য ১০৩টি আসনের প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করেছে। দল সূত্রে জানা গেছে, পারফরম্যান্স খারাপ হওয়ায় অন্তত চার বর্তমান বিধায়কের টিকিট কাটা হতে চলেছে। যারা দল ছেড়েছেন, তাঁদের আসনে নতুন মুখ প্রার্থী হিসেবে নামানো হবে।

এক শীর্ষ জেডিইউ নেতা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, “আমরা যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, সেগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রার্থীদের নামও নির্ধারণ করা হয়েছে। চারজন দুর্বল পারফরম্যান্স করা বর্তমান বিধায়কের পরিবর্তে নতুন প্রার্থী দেওয়া হবে।”

সূত্রের মতে, এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্র যথাক্রমে ভাগলপুর, নবাদা এবং বাঁকা জেলায় অবস্থিত। নেতারা জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট আসনগুলিতে ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, পারবত্তা (খগড়িয়া জেলা) এবং রূপৌলি (পূরবী পূর্ণিয়া) আসনেও নতুন প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে। পারবত্তা থেকে নির্বাচিত জেডিইউ বিধায়ক সঞ্জীব কুমার সম্প্রতি রাজদ-এ যোগ দেন এবং রূপৌলির বিধায়ক ও বহুবার নির্বাচিত বীনা ভারতি বিরোধী শিবিরে চলে যান।

জেডিইউ-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পূর্বেই জানিয়েছিল, যারা বিগত মেয়াদে সন্তোষজনক কাজ করতে পারেননি, তাঁদের টিকিট দেওয়া হবে না।

এদিকে, পিটিআই সূত্রে খবর, বিজেপি ১০২টি আসনে নির্বাচন লড়বে। এনডিএ-র অপর শরিক দলগুলিলোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস), হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা, এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চাতাঁরাও সম্মানজনক আসন দাবি করছে। এলজেপি (রাম বিলাস) প্রথমে ২০---২২টি আসনের দাবি জানালেও এখন আরও বেশি আসন দাবি করছে। হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা প্রধান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি জানিয়েছেন, “আমরা দাবি করছি না, অনুরোধ করছিযদি সম্মানজনক আসন না পাই, তবে আমাদের দল নির্বাচনে অংশ নেবে না।”এক বিজেপি নেতা আশ্বাস দিয়ে বলেন, “এনডিএ-তে সব ঠিকঠাক চলছে। আসন ভাগাভাগি ও প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে। শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে।”

উল্লেখ্য, বিহারে ২৪৩টি আসনের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে৬ ও ১১ নভেম্বর। ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।

বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম তেল ও এলপিজি ভোক্তা ভারত: কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর মন্তব্যে উঠে এল ভারতের জ্বালানি খাতের চিত্র

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ভারতের প্রায় ১০.৬ কোটি পরিবার এখন সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি ব্যবহার করে রান্না করছেন এবং প্রতিদিন প্রায় ৬.৭ কোটি মানুষ গাড়ির জ্বালানী পূরণ করেনএই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। রোববার এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি ভারতের জ্বালানি খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, ভারত এখন বিশ্বে তেল ও এলপিজির তৃতীয় বৃহত্তম ভোক্তা এবং চতুর্থ বৃহত্তম এলএনজি আমদানিকারক দেশ। তিনি বলেন, 'ডিপওয়াটার এক্সপ্লোরেশন থেকে শুরু করে সবুজ হাইড্রোজেন ও বায়ো-এনার্জি পর্যন্তপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত একটি সুরক্ষিত, টেকসই ও আত্মনির্ভর জ্বালানির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে।'

হরদীপ সিং পুরি আরও জানান, ভারতের রিফাইনিং ক্ষমতা ২১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রতি বছর থেকে বেড়ে ২৫৮ এমএমটিপিএ হয়েছে। গুজরাটের জামনগর রিফাইনারি এখন এশিয়ার বৃহত্তম এবং এটি ১০০টিরও বেশি দেশে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে।

মন্ত্রী বলেন, “জ্বালানি কেবল জ্বালানিই নয়, এটি নতুন ভারতের হৃদস্পন্দন। এটি শিল্পকে শক্তি দেয়, মানুষকে সংযুক্ত করে এবং ১৪২ কোটি ভারতীয়ের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে।”

ওপেন একরেজ লাইসেন্সিং পলিসি রাউন্ড ১০-এর অধীনে প্রায় ২.৫ লক্ষ বর্গকিমি এলাকা তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ব্যবসার সুবিধার্থে অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের সংখ্যা ৩৭ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, আপস্ট্রিম খাতে তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়াতে ইতোমধ্যে ১.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে এক মিলিয়ন বর্গকিমির বেশি অফশোর এলাকা পুনরায় অনুসন্ধানের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংস্থাগুলি মোট ১৭২টি হাইড্রোকার্বন আবিষ্কারের রিপোর্ট দিয়েছে, যার মধ্যে ৬২টি অফশোর আবিষ্কার।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আন্দামান বেসিনের ভৌগোলিক সম্ভাবনার কথা। ভারত ও বার্মা প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই অঞ্চলে স্ট্র্যাটিগ্রাফিক ট্র্যাপ রয়েছে, যা হাইড্রোকার্বন জমার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। মিয়ানমার ও উত্তর সুমাত্রার পেট্রোলিয়াম সিস্টেমের কাছাকাছি অবস্থান এবং সম্প্রতি দক্ষিণ আন্দামান অফশোর ইন্দোনেশিয়াতে গ্যাস আবিষ্কারের কারণে এই অঞ্চলে বৈশ্বিক আগ্রহ বেড়েছে।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের জ্বালানি খাত যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন ভারতের জ্বালানি খাত টেকসই সংস্কারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি কলচুমা বেগম (২৪) সামী তাজুদুর রহমান সাং- গৌরনগর, থানা-কৈলাশহর, উনকোটি ত্রিপুরা। গত ০১.১০.২০২৫ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা: বয়স ২৭ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট ৪ ইঞ্চ, গায়ের রং- শামলা, মুখমণ্ডল- গুলাকার, চুল- কালো। কৈলাশহর মহিলা থানার জি.ডি.ই নাম্বার ০৩ তারিখ ০৪.১০.২০২৫।

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা-
ICA/D-1117/25
১. এম পি উনকোটি কৈলাশহর ফোন নং-০৩৮২৪-২২২৩৯২.
২. এস ডি পি ও কৈলাশহর ফোন নং ৯৫৬৬০৫৮৫২৫
৩. ওসি কৈলাশহর মহিলা থানা ফোন নং-১৪৩৬৯২২০১৬

রবিবার রাজধানীতে খুঁদে শিল্পীদের নিয়ে বসে আকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জেনে নিন কাঁঠালের বিচির গুণাগুণ

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, এশিয়াজুড়েই খুব জনপ্রিয় একটি ফল। দেশে কাঁঠালের এখন ভর মৌসুম চলছে। প্রোটিন, ভিটামিন ও পটাসিয়াম সমৃদ্ধ এই ফল গরমে শরীর সুস্থ রাখার পক্ষে একেবারে আদর্শ। তবে শুধু ফলেই নয়, গুণ রয়েছে বিচিতেও। গবেষণা বলছে, কাঁঠালের বিচি খেলে শরীরের কোনও ক্ষতি তো হয়ই না, উল্টো অনেক উপকার হয়। কাঁঠালের বিচিতে রয়েছে থায়ামিন, রাইবোফ্লেবিন নামে দুটি উপাদান, যা দেহে এনার্জির ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের তথ্যানুযায়ী, প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী কাঁঠালের বিচিতে শক্তি পাওয়া যায় ৯৮ ক্যালরি। এতে কার্বোহাইড্রেট ৩৮.৪ গ্রাম, প্রোটিন ৬.৬ গ্রাম, ফাইবার ১.৫ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.০৫ থেকে ০.৫৫ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ০.১৩ থেকে ০.২৩ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.২ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ২ মিলিগ্রাম ও পটাসিয়াম ৪.০৭ মিলিগ্রাম রয়েছে। কাঁঠালের বিচি ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি-১২ এর ভালো উৎস। এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, থায়ামিন, নায়াসিন, লিগন্যান, আইসোফ্ল্যাভোন ও স্যাপোনিনের মতো ফাইটো ক্যামিক্যালস। কাঁঠালের বিচি বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যায়। তারকারি হিসেবে কিংবা ভর্তা করেও খাওয়া যায়। অনেকেরই পছন্দ কাঁঠাল বিচির হালুয়া। যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন পুষ্টিগুণ একই।

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম।

বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়।

বোরন সারের কাজ ঃ গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না।

এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত।

অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির "ফার্মেন্টেশন"র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়। ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে। খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

রসুন খেলে কি হয় ?

রসুনে অ্যালিসিন নামক একটি উপাদান মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়াতে দারুন কাজে আসে। শুধু তাই নয়, হজম ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে, ব্লাড প্রসোর নিয়ন্ত্রণে থাকে, ত্বক সুন্দর হয়ে ওঠে, ক্ষতের চিকিৎসায় কাজে আসে, হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। জেনে নিন, রসুন খাওয়ার উপকারিতা ... ব্রেনের অসুখ দূরে থাকে : রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরে প্রবেশ করা মাত্র এমন খেল দেখাতে শুরু করে যে নানাবিধ নিউরোডিজেনারেটিভ অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। বিশেষত অ্যালঝাইমার্স মতো রোগ দূরে থাকে। হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে : রসুনে থাকা একাধিক উপকারি উপাদান স্টমাকের ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে বদ-হজম এবং নানাবিধ পেটের রোগের প্রকোপ কমে চোখের নিমেষে। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে : ওয়েদার চেঞ্জের সময় যারা সর্দি-কাশিতে খুব ভুগে থাকেন। তারা আজ থেকেই দু কোয়া রসুন অথবা গার্লিক টি

খাওয়া শুরু করুন। তাহলেই দেখবেন আর কোনও দিন এমন ধরনের শারীরিক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না। কারণ রসুন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে খুব শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। ফলে ভাইরাসদের আক্রমণে শরীরের কাহিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে। সংক্রমণ সব দূরে থাকে : রসুনে থাকা একাধিক কার্যকরি উপাদান ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাসসহ একাধিক জীবাণুর সংক্রমণ আটকাতে যে কোনও আধুনিক মেডিসিনের থেকে তাড়াতাড়ি কাজে আসে। প্রতিদিন ১-২ কোয়া রসুন খেলে এমন ধরনের সব রোগের খপ্পরে পরার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। ব্লাড প্রসোর নিয়ন্ত্রণে থাকে : রসুনের মধ্যে থাকা বায়োঅ্যাকটিভ সালফার, রক্তচাপ কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শরীরের সালফারের ঘাটতি দেখা দিলে তবেই রক্তচাপ বাড়তে শুরু করে। এই কারণেই তো দেহের সালফারের ঘাটতি মেটাতে নিয়মিত এক কোয়া করে রসুন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ত্বক সুন্দর হয়ে ওঠে : শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বা টক্সিনের কারণে ত্বকের যাতে কোনও ধরনের ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখে রসুন। সেই সঙ্গে কোলাজিনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখার মধে দিয়ে ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিন যদি থেঁতো করা রসুন চুলে লাগানো যায়, তাহল দারুন উপকার মেলে। রক্ত বিষমুক্ত হয় : প্রতিদিন এক গ্লাস গরম পানির সঙ্গে দুটি রসুনের কোয়া খেলে রক্তে থাকা নানা বিষাক্ত উপাদান শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে ত্বক এবং শরীর উভয়ই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ইমিউনিটি বাড়ে : রসুনে থাকা ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস, যা দেহের আনাচে-কানাচে জমতে থাকা ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। আর একবার ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়ে উঠলে একদিকে যেমন সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে, তেমনি ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। ক্ষতের চিকিৎসায় কাজে আসে : কেটে গেলে এবার থেকে ক্ষতস্থানে এক টুকরো রসুন রেখে ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিন। তাহলেই দেখবেন জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যাবে। সেই সঙ্গে ক্ষতও সারতে শুরু করবে। রসুনে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান প্রদাহ কমাতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো যন্ত্রণা কমাতে এটি এতটা কাজে লাগে। ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ দূরে থাকে : প্রতিদিন রসুন খেলে পাকস্থলী এবং কলোরেকটাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। তাই যাদের পরিবারে এই ধরনের ক্যান্সারের ইতিহাস রয়েছে তারা রসুন খাওয়া কোনও দিন বন্ধ করবেন না। দেখবেন উপকার পাবেন। হাড় শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে : নিয়মিত রসুন খাওয়া শুরু করলে দেহের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি প্রপাটিজের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। ফলে একদিকে যেমন নানাবিধ যন্ত্রণা কমে, তেমনি হাড়ের ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে : রসুনে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রপাটিজ রয়েছে। এই উপাদানটি একদিকে যেমন শরীরে উপস্থিত খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, তেমনি উচ্চ রক্তচাপকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর একথা তো সবারই জানা আছে যে এই দুটি জিনিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে তো হার্টের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার আশঙ্কা একেবারেই থাকে না। রক্তে শর্করার মাত্রাকে স্বাভাবিক রাখার মধ্যে দিয়ে ডায়াবেটিসের মতো রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও রসুনের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে। দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গেই যেন মিশে আছে এই ধরনের সমস্যা। হজমের গোলমালে ওজন বেড়ে যেতে পারে। তাই ছিপছিপে থাকতে হজমজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। তবে হজমের গোলমাল ঠেকাতে অনেকে বিভিন্ন ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধ বেশি না খাওয়াই ভাল। শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

হিতে বিপরীত হয় অনেক সময়ে। বরং হজমের গোলমাল ঠেকাতে সকালের কিছু অভ্যাস করা জরুরি।

ভেজানো কাঠবাদাম খান

কাঠবাদাম শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই বাদামে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগমেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, প্রোটিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। প্রতিটি উপাদান শরীর ভিতর থেকে সুস্থ রাখে, হজমের গোলমাল কমায়। ড্রাই ফ্রুটস খান অনেকেই। তবে কাঠবাদাম সে ভাবে খেলে হবে না। হজমের সমস্যা ঠেকাতে কাঠবাদাম খেতে হবে ভিজিয়ে।

ঈষদুষ্ণ লেবুজল

ওজন ঝরাতে খালিপেটে লেবুজল খান অনেকেই। তবে এই পানীয় শুধু ওজন ঝরাতে উপকারী নয়। হজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখতেও এর ভূমিকা অনেক। লেবুতে থাকা অ্যাসিড পেটে গ্যাস জমতে দেয় না। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায় লেবুজল। তাই নিয়ম করে খালিপেটে যদি খেতে পারেন এই পানীয়, তা হলে উপকার পাবেন।

শরীরচর্চা

সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। নিয়ম করে এই অভ্যাস করলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। হজমের সমস্যাও কমে। তবে কী ধরনের শরীরচর্চা করলে তবেই এই উপকার পাওয়া যায়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। স্ট্রেচিং করতে পারেন কিংবা যোগাসন। তবে জিম করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিষয় হল, ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মানুষের জীবনধারনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ঠিক করতে হয়।

তবে রাতের খাবার থেকে একটু হিসাব করেই ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিশেষ করে যারা ওজন কমানোর লক্ষ্যে রয়েছেন। কারণ দিনের শেষে বেশিরভাগ সময়ই ভারি খাবার খাওয়া হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বার্জেস এক্ষেত্রে বলেন, "শারীরিক অবস্থা আর পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একেকজনের ক্যালরি গ্রহণে মাত্রা একেক রকম হয়।"

পপসুগার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলোরাডোর এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "একজন বডিবিল্ডারের তুলনায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরির গ্রহণের মাত্রা এক হবে না। তবে সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে রাতের খাবার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত।" এখন এই পরিমাণ ক্যালরির মাত্রা কীভাবে নির্ধারণ করা যায়?

বার্জেস বলেন, "ক্যালরি সব কিছু নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকবে।"

তিনি আরও বলেন, "যেহেতু রাতের খাবারটা একটু ভারি হয় সেহেতু সেখানে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেইট, সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি।"

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সেটা হতে পারে চার আউন্স বা আধা কাপ মাছ, আধা কাপ লাল-চালের ভাত, দুই কাপ সবজি অল্প অলিভ অয়েলে রান্না করা। আর এখান থেকেই মিলে যাবে ৫০০ ক্যালরি।" আরও হতে পারে, আধা প্লেট সবজির সঙ্গে কোয়ার্টার মুরগির মাংস। সঙ্গে এক প্লেটের চারভাগের একভাগ শষ্য-জাতীয় খাবার, সেটা হতে পারে ওটস। "এভাবে ভারসাম্য বজার রেখে খেতে পারলে পেটও যেমন ভরা থাকবে অনেকক্ষণ তেমনি শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে। আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও গ্রহণ করা হবে না।" বলেন বার্জেস।

তবে তিনি পরামর্শ দেন, যারা অতি স্থূল তাদের উচিত হবে পেশাদার পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে খাবারের তালিকা তৈরি করা। কারণ পুষ্টিবিদরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা একজনের জীবনযাপনের ধরন ও সারাদিন কী খাবার খাচ্ছে কতটুকু পুষ্টি দরকার সব হিসাব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

আর মনে রাখতে হবে, যারা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে বোকামী। বার্জেসের কথায়, "ডায়েট' করার ক্ষেত্রে আশপাশে মানুষজন অনেক কথাই বলবে। অনেকে নিজে কোনটা করে উপকার পেয়েছে সেটাও অনুসরণ করতে বলবে। তবে মনে রাখতে হবে একমাত্র পেশাদার পুষ্টিবিদরাই এই ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আর অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে খাওয়া শুরু করলে দিন শেষে দুর্বল লাগার পাশাপাশি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।"

ওজন কমাতে বেশি কার্যকর ওটমিল

ওটমিল বা ওটসে রয়েছে নানান উপকারিতা। তবে তা খেতে হবে সঠিক উপায়ে ও পরিমাণে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে নিয়মিত ওটস খাওয়া উপকারী।

হেল লাইন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কানাডা'র পুষ্টিবিদ কেইটি ডেভিডসন বলেন, "ওজন কমানোর লক্ষ্য যাই হোক না কেনো, ওটমিল খাওয়ার সামান্য পরিবর্তন দেহের ওজন বাড়াতে বা কমাতে ভূমিকা রাখে।'সঠিক ওটস বাছাই করা ওজন কমাতে চাইলে সঠিক ওটস বাছাই করা উচিত। ডেভিডসনের মতে, গোল বা স্টিল কাট ওটস বাছাই করা যেতে পারে। ওটস যত কম প্রক্রিয়াজাত করা হবে তাতে আঁশের পরিমাণ তত বেশি ও শর্করার পরিমাণ তত কম থাকে। যা ওজন কমাতে সহায়ক। পরিমাপের দিকে খেয়াল রাখা

সকালে ক্ষুধার্তঅবস্থায় পেট ভরে ওটস খেতে ইচ্ছা হতেই পারে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে ওটস খাওয়ার আদর্শমাপ অর্থাৎ শুকনা অবস্থায় আধা কাপের সমান পরিমাপের কথা মাথায় রাখতে হবে।

ডেভিডসন বলেন, "আধা কাপ ওটসে ১৫০ ক্যালরি (রান্না করা হচ্ছে এমন পানীয় যেমন-দুধের ক্যালরি বাদে), পাঁচ গ্রাম প্রোটিন এবং চার গ্রাম আঁশ থাকে।" শর্করার দিকে খেয়াল রাখা অনেকে মুখের স্বাদের জন্য নানা রকমের 'ফ্লেইভার' যোগ করা ওটস খেয়ে থাকেন। এই ধরনের ওটসে বাড়তি প্রোটিন ও চিনি যোগ করা থাকে। তাই, কেনার আগে তা দেখে নেওয়া ভালো। অন্যথায় এই চিনি রক্তের শর্করার ওপর প্রভাব ফেলে এবং দেহে শক্তি কমানোর পাশাপাশি ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে জানান, ডেভিডসন।

নজরকাড়া ফুল সহস্রবেলি

হাজার বেলি বহুবর্ষজীবী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝোপালো ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। হাজার বেলি, সহস্র বেলি নামে পরিচিত। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটি সাধারণত চাইনিজ বোয়ার নামে পরিচিত। আমাদের দেশে বিশেষত রাস্তার ধার, পরিত্যক্ত জায়গা, জলার ধার ও বনের ধারে এ গাছ অনায়াসে জন্মে। তবে এসব স্থানে ইদানিং এর দেখা কম মিলে। তাছাড়া ফুলপ্রেমির বাগানে চোখে পড়তে পারে। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল ও বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এর গাছ উচ্চতায় গড়ে ৪ থেকে ছয় ৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতির। বোঁটা বেশ লম্বা, রং গাঢ় সবুজ, শিরা-উপশিরা স্পষ্ট, কিনারা হালকা খাঁজ কাটা, রসালো ও নরম মানের হয়। বংশ বিস্তার ঘটে লতার মাধ্যমে। গাছের শাখার অগ্র মাথায় ফুল ফোটে। ফুল ফোটার মরশুম গ্রীষ্মকাল। গন্ধ ও গঠনে বেলি ফুলের সঙ্গে মিল থাকায় আমাদের দেশে এটি হাজার বেলি নামে পরিচিত পেয়েছে। এ ফুলের একটি থোকায় সাধারণত ৫০ থেকে ৬০টি পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল দেখতে প্রায় বেলি ফুলের মতো হলেও হাজার বেলি ফুলের গঠন অনেক বেশি সুগঠিত, দৃষ্টিনন্দন ও নজরকাড়া। এর প্রতিটি ফুলে তিন থেকে পাঁচ স্তর পাপড়ি থাকে। প্রতিটি ফুল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় তিনদিন থাকে। ফুলের রং সাদা থেকে হালকা গোলাপী আভাযুক্ত। থোকায় ফুলগুলো পর্যায়ক্রমে ফোটে। তাই একটি থোকায় প্রায় মাসখানেক ধরে ফুল ও ফুলের সৌরভ বিদ্যমান থাকে। ফুলে রয়েছে মিষ্টি সুঘ্রাণ। তাছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় ফুলে ঘ্রাণের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়। রং আর ঘ্রাণের আকর্ষণে ফুলকে ঘিরে হরেক রকম পতঙ্গের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। হালকা ছায়া থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ, উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু ভূমি ও প্রায় সব ধরনের মাটিতে হাজার বেলি জন্মে।

রবিবার আগরতলায় গণমঞ্চের উদ্যোগে কৃতিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

চিদম্বরমের মন্তব্যে কংগ্রেসে বিতর্ক, অপারেশন ব্লু স্টারকে 'ভুল সিদ্ধান্ত' বলায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : সিনিয়র কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি. চিদম্বরম ১৯৮৪ সালের 'অপারেশন ব্লু স্টার'-কে 'ভুল পথ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। চিদম্বরম বলেন, সে সময় গোল্ডেন টেম্পল পুনরুদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না, এবং সেই ভুল সিদ্ধান্তের মূল্যই জীবন দিয়ে চুকিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

কাশৌলিতে একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিদম্বরম বলেন, "আমি সেনাবাহিনীর প্রতি কোনও অসম্মান জানাতে চাই না, কিন্তু এটা বলতেই হবেসেটা ছিল ভুল পদ্ধতি। পরে আমরা দেখিয়েছিলাম কীভাবে সেনা ছাড়াই সঠিক পথে সমাধান করা যায়। ব্লু স্টার ছিল ভুল সিদ্ধান্ত, এবং আমি একমতইন্দিরা গান্ধীকে সেই ভুলের জন্য জীবন দিতে হয়েছে।"

তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, এটি শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর একক সিদ্ধান্ত ছিল না। সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং প্রশাসনের সম্মিলিত সিদ্ধান্তেই এই অপারেশন চালানো হয়েছিল।

চিদম্বরমের এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। সিনিয়র কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি বলেছেন, "অপারেশন ব্লু স্টার সঠিক না ভুলতা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু এখন, ৫০ বছর পরে, চিদম্বরমের এই মন্তব্যের প্রয়োজন কী? তিনি যা বলছেন, তা তো বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি।"

রশিদ আলভি ইঙ্গিত দেন যে চিদম্বরম হয়তো কোনও চাপের মধ্যে রয়েছেন। তিনি বলেন, "তার বিরুদ্ধে এখনও বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক মামলা ঝুলে আছে। প্রশ্ন উঠছে, তিনি কি কোনও চাপের মুখে পড়েই বারবার দলকে আঘাত করছেন?"

কংগ্রেসের একটি অভ্যন্তরীণ সূত্র জানায়, "একজন জ্যেষ্ঠ নেতা, যিনি দলে সবকিছু পেয়েছেন, তার কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কাম্য নয়। বারবার দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন মন্তব্য করা ঠিক নয়।"

বর্তমান পাঞ্জাব পরিস্থিতি নিয়ে চিদম্বরম বলেন, "খালিস্তানের দাবির জোর এখন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। এখন রাজ্যের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সঙ্কট। আমি যতবার পাঞ্জাবে গিয়েছি, ততবারই বুঝেছি যে বিচ্ছিন্নতাবাদের চেয়ে এখন বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে সর্বাধিক অবৈধ অভিবাসী পাঞ্জাব থেকেই আসছে।"

১৯৮৪ সালের ১ থেকে ৮ জুনের মধ্যে চালানো হয়েছিল 'অপারেশন ব্লু স্টার'। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার এই অভিযান চালায় পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করতে। জারনেইল সিং ভিন্দরানওয়ালে এবং তাঁর অনুগামীরা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে নিজেদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন।

সেনা অভিযান চালিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই অভিযানে ট্যাঙ্ক এবং ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, ফলে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়তাদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী, সেনা সদস্য এবং নিরীহ সাধারণ নাগরিকও ছিলেন। এই হামলা গুরুদ্বারের পবিত্রতা নষ্ট করায় শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

এর ফলে অবিলম্বে বিপর্যয় নেমে আসে। ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪ সালে, দুই শিখ দেহরক্ষী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে, যার পরপরই দেশজুড়ে ব্যাপক অ্যান্টি-সিখ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

চিদম্বরমের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই পুরনো ক্ষতকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে, যা কংগ্রেসের অন্দরে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

আফগান-পাক সীমান্তে সংঘর্ষে ৫৮ পাকিস্তানি সেনা নিহত, তালেবান সরকারের আইএস অভিযোগ ও নারী সাংবাদিকদের নিয়ে নতুন প্রেস মিট

করাচি, ১২ অক্টোবর : আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিতর্কিত সীমান্ত দুরন্দ লাইনে শনিবার রাতভর চলা সংঘর্ষে ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩০ জন। রবিবার তালেবান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর হামলার জবাবে তালেবান এই প্রতিরোধমূলক অভিযান চালায়। যদিও কাতার ও সৌদি আরবের অনুরোধে পরবর্তীতে ওই অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে সংঘর্ষের পাশাপাশি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে তালেবান সরকার। মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ দাবি করেন, পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় সহায়তায় ইসলামিক স্টেট (আইএস)-কে আশ্রয় দিচ্ছে এবং দেশটির খাইবার পাখতুনখাওয়ায় নতুন করে আইএস ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তিনি আরও বলেন, করাচি ও ইসলামাবাদ বিমানবন্দর থেকে লোকজন এনে এই ঘাঁটিগুলোতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে তেহরান ও মস্কোর হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং বর্তমানে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও সেখানে হামলার ছক তৈরি হচ্ছে।

মুজাহিদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পাকিস্তানকে দ্রুত আইএসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের আফগানিস্তানের হাতে তুলে দিতে হবে অথবা দেশছাড়া করতে হবে, কারণ এই গোষ্ঠী কেবল আফগানিস্তানের জন্য নয়, বরং গোটা অঞ্চল এবং বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘও এর আগে সতর্ক করেছিল যে আফগানিস্তান-পাকিস্তান অঞ্চলে একাধিক সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যক্রম বাড়ছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে আইএস-খোরাসান, যাদের প্রায় ২,০০০ সক্রিয় যোদ্ধা রয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র আরও জানান, এই সংঘর্ষে তাদের প্রায় ২০ জন সদস্য নিহত বা আহত হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ তারা পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে দখল করেছে। পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত, তখন আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি নতুন এক প্রেস কনফারেন্সের ঘোষণা দিয়েছেন, যেখানে এবার প্রথমবারের মতো নারী সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগে শুধু পুরুষ সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে প্রেস মিট হওয়ায় তালেবান সরকারকে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

"রাতে মেয়েদের বাইরে যাওয়া উচিত নয়": দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : দুর্গাপুরে এমবিবিএস ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মেয়েদের রাতে কলেজের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। নিজেদেরও নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে।' তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাতে মেয়েদের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। ওদের নিজেদেরও সুরক্ষার বিষয়টা ভাবা উচিত। জায়গাটা জঙ্গলের পাশেই। পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। কেউ ছাড় পাবে না। যারা দোষী, তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে।"

এই বক্তব্যে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী একপ্রকার ঘটনার দায় ছাত্রীর উপরই চাপিয়ে দিলেন। সমাজকর্মীদের মতে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস যথাযথ হলেও, মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিয়ে এমন মন্তব্য একধরনের ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করা বা নির্যাতিতাকে দোষারোপ করার নামান্তর।

ওড়িশার জালেশ্বরের বাসিন্দা, দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শনিবার রাতে এক সহপাঠীর সঙ্গে খাবার আনতে বাইরে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, তখন আরও দুই-তিনজন যুবক এসে তাঁকে অপহরণ করে গণধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। অভিযোগ, তাঁর সহপাঠীও তখন তাঁকে "অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যান।"

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, অপরাধীদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে বিরোধী দলগুলি ও নারী অধিকার সংগঠনগুলো কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। তাঁদের মতে, সরকারের কাজ হওয়া উচিত অপরাধ দমন ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করা নয়।

বিরোধীদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে অপরাধীদের বার্তা যায় না, বরং নারীদের উপরই সমাজের চাপ ও দায়বদ্ধতা আরও বাড়ে।

দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার হলেও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে একবার আরও প্রশ্ন উঠে গেল। প্রশাসনের উপর এখন দায়িত্বশুধু দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা নয়, নারীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করাও।

ভারত মোবাইল কংগ্রেস ২০২৫ সফলভাবে সম্পন্ন, প্রদর্শিত হলো দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর নয়াদিল্লির যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া ভারত মোবাইল কংগ্রেস ২০২৫-এর সফল সমাপ্তি ঘটল ১১ অক্টোবর। ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই মেগা ইভেন্টটি ছিল এশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী টেলিকম ও প্রযুক্তি ফোরামের বৃহত্তম সংস্করণ। এবারের কংগ্রেসে বিশ্বজুড়ের প্রযুক্তিবিদ, শিল্পনেতা, স্টার্টআপ, নীতিনির্ধারক ও গবেষকরা একত্রিত হয়ে ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গঠনে আলোচনা ও সহযোগিতার পথ খোঁজেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আজ আত্মনির্ভর ভারত ও মেক ইন ইন্ডিয়া-র মতো উদ্যোগের ফলে ভারত প্রযুক্তিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।" তিনি দেশীয় উৎপাদন, সেমিকন্ডাক্টর, মোবাইল প্রযুক্তি ও স্টার্টআপ খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এটাই সেরা সময়বিনিয়োগ করুন, উদ্ভাবন করুন এবং ভারতে মেক ইন করুন।"

যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, গত ১১ বছরে ভারত প্রযুক্তি গ্রহণকারী দেশ থেকে বিশ্বের ডিজিটাল নেতা হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতে ১.২ বিলিয়ন মোবাইল গ্রাহক এবং ৯৪৪ মিলিয়ন ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী রয়েছে, যেখানে ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ মিলিয়ন। তিনি আরও জানান, মোবাইল ডেটার খরচ ৯৮ শতাংশ কমে গেছে এবং ভারত গড়ে তুলেছে বিশ্বের বৃহত্তম "ডিজিটাল হাইওয়ে", যা কোটি কোটি মানুষকে সংযুক্ত করেছে।

আইএমসি ২০২৫-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভারতের প্রথম স্যাটকম সামিট, যার প্রতিপাদ্য ছিল "স্পেস নেটওয়ার্কস ফর ইউনিভার্সাল কানেক্টিভিটি।" শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়ে সিন্ধিয়া বলেন, "স্যাটকম মানে প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষক এবং প্রতিটি বাড়িতে চিকিৎসকের সুবিধা। ভারতের মতো দেশে এর প্রয়োগ দারুণ সম্ভাবনাময়।" তিনি ইসরো-এর নিসার মিশন-এর উল্লেখ করে বলেন, ভারত এখন শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করছে না, বরং নিজেই উদ্ভাবন করছে।

৬জি প্রযুক্তির দিকেও ভারত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আইএমসি-র পাশাপাশি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভারত ৬জি সিম্পোজিয়াম ২০২৫-এ বিশ্বজুড়ের ৬জি গবেষণা সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এতে ভবিষ্যতের ৬জি প্রযুক্তি নকশার জন্য 'বিশ্বস্ত, নিরাপদ, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আন্তঃসংযোগযোগ্য' নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানান, ভারতে ইতোমধ্যেই ৬৫ মিলিয়নের বেশি ৫জি ব্যবহারকারী রয়েছে এবং এখন মূল লক্ষ্য হল পরিষেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ও ৬জি কাঠামোর উন্নয়ন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রযুক্তি কোম্পানি তাদের উদ্ভাবন তুলে ধরে। মিডিয়াটেক প্রদর্শন করে তাদের নতুন ডাইমেনসিটি ৯৫০০ চিপসেট, যা উন্নত এআই, গেমিং ও পাওয়ার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের ৫জি স্মার্টফোনকে এগিয়ে নেবে। তেজস নেটওয়ার্ক তাদের দেশীয়ভাবে তৈরি ডাইরেক্ট-টু-মোবাইল প্রযুক্তি উপস্থাপন করে, যা ৮ বছর গবেষণা ও পরীক্ষার পর প্রস্তুত। বিএসএনএল জানায়, তাদের ৫জি পাইলট প্রকল্প সফলভাবে শেষ হয়েছে এবং ৪জি আপগ্রেডের কাজ চলছে।

স্যাটকম খাতে স্পষ্ট নীতিমালা গঠনে এগোচ্ছে সরকার। ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনের সচিব নীরজ মিত্তাল জানান, স্যাটেলাইট পরিষেবার জন্য লাইসেন্সিং, মূল্য নির্ধারণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। ইসরো চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে ভারত উৎক্ষেপণ ক্ষমতা, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক মিশনে উন্নত দেশগুলোর সমতুল্য হতে চায়।

সব মিলিয়ে, ভারত মোবাইল কংগ্রেস ২০২৫ ছিল ভারতের প্রযুক্তিগত বিকাশ, দেশীয় উদ্ভাবন এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল নেতৃত্বের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। ৫জি থেকে শুরু করে ৬জি, স্যাটকম থেকে সেমিকন্ডাক্টর আইএমসি ২০২৫ ভারতের ডিজিটাল অগ্রযাত্রার এক বিশাল মঞ্চ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল।

ভারত-তালিবান সম্পর্কের নবযাত্রা পাকিস্তানে কূটনৈতিক ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওলাভি আমির খান মুত্তাকির ভারত সফর দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক মানচিত্রে এক ঐতিহাসিক মোড় ঘুরিয়ে দিল। ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লিতে অবস্থানকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে তার বৈঠক এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া যেন ভূমিকম্পের মতোযেখানে একসময় তালিবানকে নিজেদের 'স্ট্র্যাটেজিক গভীরতা'র অংশ হিসেবে দেখত ইসলামাবাদ, সেখানে আজ সম্পর্কের অবনতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

মাওলাভি আমির খান মুত্তাকি, তালিবান সরকারের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ১৯৭০ সালে আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০'র দশকে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেন এবং পরে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে তালিবান কাবুল দখল করলে তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান এবং ২০০০ সালে শিক্ষা মন্ত্রী হন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা-ভুক্ত, তার উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং সম্পদ জব্দ করা আছে। কিন্তু পাকিস্তানের নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটি তাকে ভারতে আসার জন্য বিরল ভ্রমণ ছাড়পত্র দেয়।

এই সফরের সময়, ১০ অক্টোবর জয়শঙ্কর-মুত্তাকি বৈঠকে ভারত আফগানিস্তানে স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। ভারত সম্প্রতি আফগান ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছে এবং ২০টি অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেওয়ার কথা জানিয়েছে, যার মধ্যে ৫টি মুত্তাকির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুত্তাকি ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে আফগান খনিজ খাতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসে জয়শঙ্করের পক্ষ থেকেভারতের কাবুলে টেকনিক্যাল মিশনকে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসে রূপান্তর করা হচ্ছে। এ সিদ্ধান্তে বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত তালিবান সরকারকে কার্যত স্বীকৃতি দেওয়ার পথে এগোচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত কেবল রাশিয়াই তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

তালিবান-ভারত সম্পর্ক এই জায়গায় পৌঁছেছে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর। ২০২১ সালের আগস্টে তালিবান কাবুল দখলের পরপরই ভারতের কাতার দূতাবাস তালিবান প্রতিনিধি আব্বাস স্তানিকজাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করে। এরপর কূটনৈতিক পর্যায়ে বহুবার যোগাযোগ হয়জে.পি. সিং কাবুলে তালিবান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুল্লা ইয়াকুবের সঙ্গে, পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রি দুবাইয়ে মুত্তাকির সঙ্গে, আর এপ্রিল ২০২৫-এ কাবুলে ভারতীয় কূটনীতিক আনন্দ প্রকাশ তালিবান নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মে ও আগস্টে জয়শঙ্কর ও মুত্তাকির মধ্যে টেলিফোনে আলাপ হয়, যেখানে ভূমিকম্প ত্রাণ ও সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে আলোচনা হয়।

এই সম্পর্কোন্নতির মূলে রয়েছে বাস্তববাদ। ভারত আফগানিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামো, সংযোগ ও মানবিক সহায়তায় নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চায়। অন্যদিকে তালিবান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিনিয়োগের খোঁজে ভারতকে মূল্যবান মিত্র হিসেবে দেখছে।

এই সম্পর্ক পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা। একসময় যাদের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে তালিবানকে ব্যবহার করত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, আজ সেই তালিবান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুল্লা ইয়াকুব প্রকাশ্যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে কথা বলছেন এবং ভারতকে তালিবান সেনা প্রশিক্ষণের আহ্বান জানাচ্ছেন।

পাকিস্তান এর প্রতিক্রিয়ায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেতিন মিলিয়নের বেশি আফগান শরনার্থীকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠিয়েছে। এই বিষয়টি জয়শঙ্করের বক্তব্যেও উঠে আসে, যেখানে তিনি বলেন, "জোর করে ফেরত পাঠানো আফগান শরনার্থীদের অবস্থা আমাদের গভীর উদ্বেগের বিষয়। তাদের মর্যাদা ও জীবিকা রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।"এদিকে, তালিবান-পাকিস্তান সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুরান্ড রেখা, ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশদের টানা সীমান্ত, যা কোনো আফগান সরকারই স্বীকৃতি দেয়নি।

সাধারণ মানুষের

● প্রথম পাতার পর

করছে, অন্যদিকে রাজ্যের জাতি-জনজাতির ঐক্য নষ্ট করতে উস্কানিমূলক মন্তব্য করছে। একইভাবে কিছু বাঙালি সংগঠনও উস্কানিমূলক কর্মসূচি পালন করছে, যা সামাজিক সম্প্রীতির পরিপন্থী।

তিনি আরও যোগ করেন, বামফ্রন্ট সবসময়ই ঐক্য, শান্তি ও গণতান্ত্রিক সহাবস্থানের পক্ষে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে এক পরিকল্পিত বিভাজনের রাজনীতি চলছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্ট আহ্বায়ক মানিক দে বলেন, ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনাই এখন সবচেয়ে বড় লড়াই।

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে বামফ্রন্ট নেতৃত্বরা রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানান শান্তি, আইনশৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

কোটি কোটি খরচের

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় ড্রেন ও রাস্তার কাজ প্রায় শূন্য। অথচ এই এলাকায় ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে, যেখানে বাড়ি থাকলেও কোনো রোজগার নেই।

নাগরিক ও বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, ড্রেনের পাশে মজবুত লোহার জালির মাধ্যমে বড় হোল রেখে পানি দ্রুত নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়া, ফ্লাড পাম্প মেশিনের খারাপ হওয়া বা স্থায়ী ত্রুটি থাকলে শহরের পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হবে।

শহরের নাগরিকরা পুনরায় সতর্ক করে বলেছেন, স্মার্ট সিটির উন্নয়নের নামে শুধু ফ্লেক্স লাগানো বা প্রদর্শনীর দিকে মনোযোগ দেওয়া যথেষ্ট নয়। প্রকৃত সমস্যা সমাধান না করা হলে এক নাগাড়ে ৮—১০ ঘন্টা বৃষ্টি হলেও আগরতলার মানুষ বড় বিপদের মুখোমুখি হবেন।

বিজেপি সরকারের

● প্রথম পাতার পর

থাকলেও ২০২৩ সালের সংশোধনী আইনের স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। অনুমোদিত ১১টি কমিশনার পদের মধ্যে মাত্র দুইজন তথ্য কমিশনার রয়েছেন এবং চিফ কমিশনারের পদও শূন্য। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ মাসের শিশু কন্যার

● প্রথম পাতার পর

জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এই মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইন্দ্রনগর থেকে অপহৃত নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

আদালতে তোলা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে রবিবার দুপুরে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঘটনার পেছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপহরণের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

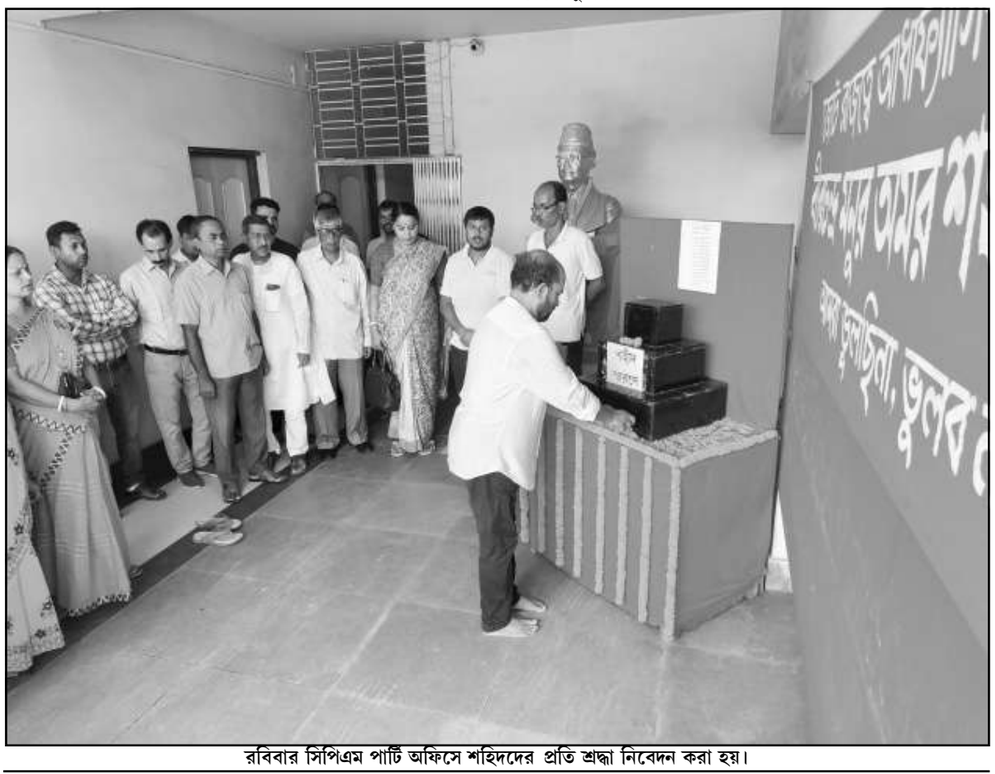

রবিবার সিপিএম পার্টি অফিসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি যুবক, আজ বিএসএফ—বিজিবি বৈঠকের মাধ্যমে দেশে ফেরত

কৈলাসহর, ১২ আগস্ট: প্রায় দু'মাস আগে বাংলাদেশের নাগরিক পারভেজ আহমেদ (২১) অবৈধভাবে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরবর্তীতে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালতের নির্দেশে আগরতলার নরসিংগড়স্থিত হোমে রাখার নির্দেশ দেয়।

আজ রবিবার নরসিংগড় হোম থেকে পারভেজ আহমেদকে এনে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে কৈলাসহরের মনু ল্যান্ড কাস্টমস চেকপোস্টে বিজিবি-এর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করে এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সূত্রে জানা গেছে, পারভেজ আহমেদ বাংলাদেশের মৌলভীবাজার। তদন্তে জানা যায়, সে ব্যক্তিগত কারণে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

সারা দেশের সেরা ২৫ বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পেল বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

আগরতলা, ১২ অক্টোবর: গত বছরের ন্যায় এবছরও ত্রিপুরার বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় সারা দেশের সেরা ২৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান অর্জন করেছে। দেশের বিভিন্ন সিবিএসই, আইসিএসই এবং রাজ্য বোর্ডের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এই জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে বিখ্যাত 'এডুকেশন ওয়ার্ল' সংস্থা। নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মণ।

জানা গেছে, এই মূল্যায়নে ১০১৮ পয়েন্ট অর্জন করে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিদ্যালয় হিসেবে সারা দেশে ২৩তম স্থান অধিকার করেছে।

এই সাফল্যের জন্য বিদ্যালয়ের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, মানবসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করা মিশনের স্বামীজিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জ্ঞাপন করা করেন তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল।

দুটি যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত একাধিক

আগরতলা, ১২ অক্টোবর: রবিবার সকালে সিপাহীজলা ফার্স গেটের আগে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। জানা গেছে, সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা পার হওয়া একটি বানরকে বাঁচাতে গিয়ে দুটি যাত্রীবাহী অটো মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হঠাৎ ঘটনার ফলে দুই অটোতেই থাকা মোট চারজন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত খবর সেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অটো দুটির নাম্বার যথাক্রমে টিআর০৭ — এ -৪১৭৩, টিআর০১- এল — ৩৩২৯।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৮৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের শাসনকালে দুর্নীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে: সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হরগুরু সিং

বিলোনিয়া, ১২ অক্টোবর: ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের শাসনকালে দুর্নীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এমনই অভিযোগ তুললেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও ত্রিপুরার ইনচার্জ হরগুরু সিং।

রবিবার সকালে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, ''দিল্লি থেকে বিপুল পরিমাণ ফান্ড আসে উন্নয়নের নামে, কিন্তু বাস্তবে উন্নয়ন হয় না উন্নয়ন হচ্ছে শুধু নেতা-মন্ত্রীদের। যুবকদের কর্মসংস্থান না দিয়ে বরং তাদের নেশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি সরকার।''

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি করে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তবে যুব কংগ্রেস রাজ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর বলে জানান হরগুরু সিং। এই দিন কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অজিতাভ মজুমদার সহ জেলার সাতটি ব্লকের যুব কংগ্রেস সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ''ভোট চোর, গদি ছোড়'' আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব হিসেবে দক্ষিণ জেলার সাতটি ব্লকে কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে স্বাক্ষর অভিযান চালানো হবে। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হরগুরু সিং রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং যুব কংগ্রেসের আসন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ২০ কেজি সোনার বিস্কুট আটক, চোরাচালান রুখে দিল বিএসএফ

নদিয়া, ১২ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এক ভারতীয় চোরাকারবারিকে আটক করে তার কাছ থেকে প্রায় ২.৮২ কোটি মূল্যের ২০ কেজি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে।

বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হরনদীপুর সীমান্ত চৌকি-এর অন্তর্গত মুসলিমপাড়া গ্রামের এক ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সোনা এনে ভারতীয় ভূখণ্ডে পাচার করার পরিকল্পনা করছিলেনএমন নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর জওয়ানদের সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়।

শনিবার ভোর প্রায় ৬টা নাগাদ, সীমান্ত এলাকার একটি ঘন বাঁশবন থেকে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। প্যাকেটটি খুলতেই দেখা যায়, ভিতরে রয়েছে ২০টি সোনার বিস্কুট, যার ওজন মোট ২০ কেজি এবং আনুমানিক বাজারমূল্য ২.৮২ কোটি।

আটক ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে হরনদীপুর বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

বিএসএফ-এর বিবৃতি অনুযায়ী, ধৃত ব্যক্তি এবং উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুট পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ জানিয়েছে, সীমান্তে চোরাচালান রোধে তারা প্রতিনিয়ত নজরদারি বাড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অপচেষ্টা রুখে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে কৃষি খাতে ৪২,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা, উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকাল ১০:৩০ টায় দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এ একটি বিশেষ কৃষি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি দেশের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতগুলিকে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ৪২,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন, সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কৃষকের কল্যাণ, কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা, এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর বিকাশ। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রচার, কৃষকদের সহযোগিতা এবং কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দুটি প্রধান কৃষি প্রকল্পের সূচনা করবেন, যার মোট বাজেট ৩৫,৪৪০ কোটি টাকা।

প্রথম প্রকল্প 'পিএম ধান ধান্য কৃষি যোজনা', যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসল বৈচিত্র্যকে উৎসাহ দেওয়া এবং টেকসই কৃষি অনুশীলন চালু করা। দেশের ১০০টি নির্বাচিত জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে ফসল-পরবর্তী সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সেচ সুবিধা ও কৃষকদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

দ্বিতীয় প্রকল্প 'দালহান আত্মনির্ভরতা মিশন', যার জন্য বরাদ্দ ১১,৪৪০ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে ডাল উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষের এলাকা বিস্তার এবং সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ডাল চাষের পরিপূর্ণ মূল্যচেইনকে শক্তিশালী করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী কৃষি, পশুপালন, মৎস্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে ৫,৪৫০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন ও উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল বেঙ্গালুরু ও জম্মু-কাশ্মীরে কৃত্রিম গর্ভাধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গুজরাটের অমরেলি ও বানাসে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স', অসমে আইভিএফ ল্যাব, মেহসানা, ইন্দোর ও ভিলওয়ারায় মিল্ক পাউডার প্লান্ট এবং তেজপুরে (অসম) ফিশ ফিড প্লান্ট। পাশাপাশি, বিভিন্ন কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার ও কোল্ড চেইন পরিকাঠামোরও সূচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও ৮১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, যার মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় ইন্টিগ্রেটেড কোল্ড চেইন ও রেডিয়েশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উত্তরাখণ্ডে ট্রাউট ফিশারিজ, নাগাল্যান্ডে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক, পুদুচেরির কারাইকাল-এ স্মার্ট ফিশিং হারবার এবং ওড়িশার হিরাকুদের অত্যাধুনিক অ্যাকোয়া পার্ক।

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী পালসেস চাষে নিযুক্ত কৃষকদের সঙ্গে সংলাপে বসবেন, যাঁরা এফপিও, কৃষি অবকাঠামো তহবিল ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। তিনি 'ন্যাচারাল ফার্মিং'-এ সার্টিফায়েড কৃষক, মৈত্রী (গ্রামীণ ভারতের মাল্টি-পারপাস কৃত্রিম গর্ভাধান প্রযুক্তিবিদ), এবং পিএমকেএসকে ও সিএসসি -তে রূপান্তরিত পিএসিস-কে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

এই বিশেষ কৃষি অনুষ্ঠানে দেশের কৃষিখাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উদযাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১০,০০০টি কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও)-তে ৫০ লাখ কৃষকের সদস্যপদ অর্জন একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এছাড়া, ১,১০০টি এফপিও ইতিমধ্যে বার্ষিক এক কোটি টাকার বেশি টার্নওভার অর্জন করেছে, যা কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা ও সংগঠনের দক্ষতা বাড়ার প্রমাণ। ন্যাশনাল মিশন ফর ন্যাচারাল ফার্মিং-এর অধীনে ৫০,০০০ কৃষক প্রাকৃতিক কৃষি চর্চায় প্রশিক্ষিত ও সার্টিফায়েড হয়েছেন। গ্রামীণ অঞ্চলে পশুপালন ও কৃত্রিম গর্ভাধানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৮,০০০ মৈত্রী (গ্রামীণ ভারতে বহুমুখী এআই টেকনিশিয়ান) প্রযুক্তিবিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ১০,০০০-এরও বেশি ই-মাল্টিপারপাস প্রাইমারি কৃষি সমবায় সমিতি এখন কার্যকর হয়েছে এবং সমান সংখ্যক প্যাকস রূপান্তরিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কিষান সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং কমন সার্ভিস সেন্টার-এ। এই সব প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি খাতের আধুনিকীকরণ, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার পথে সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

স্কাইলার্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধা পুরস্কার এবং এবাকাস জ্ঞান রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১২ অক্টোবর: স্কাইলার্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধা পুরস্কার এবং এবাকাস জ্ঞান রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়ায়। রবিবার বেলা বারোটায় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলের মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন ও ডঃ সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর স্বাগত ভাষন রাখেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অমর কৃষ্ণ বল, স্বাগত ভাষনের পর মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন আলোচনা রাখতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর কামনা করেন অনুষ্ঠানের অতিথিগন। পাশাপাশি স্কাইলার্ক এর এ ধরনের অনুষ্ঠানকে সাধুবাদ জানান অতিথিরা।

আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা ছিলেন রাজনগর বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবাস সেন। স্কাইলার্কে পড়ে যে সকল বিদ্যার্থীরা প্রথম সান দখল করা এরকম তের জন ছাত্র ছাত্রী কে বিদ্যা রত্ন এওয়ার্ড অতিথিদের হাত দিয়ে তুলে দেওয়া হয় ছাত্র ছাত্রীদের, বিলোনীয়া শহরের বিভিন্ন স্কুলের আর্ট শিক্ষক দের সম্মাননা জানানো হয়, দুইজন শিক্ষককেও সম্মাননা প্রদান করা, এছাড়া বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্র,ছাত্রীদের তাদের মেরিটের উপর পুরস্কৃত করা হয় বলে জানান স্কুলের কর্মকর্তাগণ। স্কাইলার্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মঞ্চে ফুলের তোড়া ও উপহার দিয়ে সম্মাননা জানানো হয় এইদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে।

মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের সুবর্ণ জয়ন্তী ও দীপাবলি উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর: রবিবার মহাত্মা গান্ধী স্কুল প্রাঙ্গনে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

ছোটদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও আনন্দের পরিবেশে রঙের উৎসবে মেতে ওঠে গোটা প্রাঙ্গন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন থিমে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের সুবর্ণ জয়ন্তী ও আসন্ন দীপাবলি উৎসবকে সামনে রেখে শিশুদের মননশীলতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের উদ্দেশ্যে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষক-অভিভাবকসহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরাও উপস্থিত থেকে শিশুদের উৎসাহিত করেন।

বনমালীপুরে চোরের হানা, নগদ ও স্বর্ণালংকার লুটের চেষ্টা ধরা পড়ল সিসিটিভিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনমালীপুর, ১২ অক্টোবর: রবিবার সকালে বনমালীপুর বিজয় সংঘ পুকুরপাড় এলাকায় চোরের হানায় স্থানীয় বাসিন্দা পার্থ লস্করের বাড়ি থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটের চেষ্টা ধরা পড়েছে। ঘটনার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পুরো এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চোরটি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে নগদ পাঁচ হাজার টাকা এবং কিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। পুরো চুরি করার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ হয়, যা থেকে চোরের চোরাচালানের ধরণ পরিস্কারভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

বাড়ির মালিক পার্থ লস্কর সংবাদমাধ্যমকে জানান, চোরটি খুবই চতুরভাবে জানালা দিয়ে ঢুকে আমার অর্থ এবং স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। সিসিটিভি ফুটেজে পুরো প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

ঘটনার পরপরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চোরদের দ্রুত ধরার চেষ্টা চলছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ ও স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন চোর শনাক্তের প্রচেষ্টা চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, তার জন্য এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি তুলেছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর: রাজধানীর পূর্বাশা আরবান হাটে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো জেলা স্তরের ৭ দিনব্যাপী গান্ধী শিল্প মেলা। এদিন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের টিএইচএইচডিসি লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অজিত শুক্ল দাস এবং ভারত সরকারের হস্তশিল্প পরিষেবা কেন্দ্রের সহ-অধিকর্তা শ্রীমতি পম্পা কর্মকারসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

এই শিল্প মেলায় ত্রিপুরা ছাড়াও আসাম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয় রাজ্যের মোট ৪০ জন শিল্পী ও বয়নশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। ৪০টি স্টলের মধ্যে ৩২টি হস্তশিল্প পণ্যের জন্য এবং ৮টি হ্যান্ডলুম পণ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলে স্থানীয় কারিগর ও বয়নশিল্পীদের হাতে তৈরি নানান দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী পণ্য প্রদর্শিত হয়েছে, যা ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

মেলাকে ঘিরে সপ্তাহব্যাপী চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো এবং শিশুদের জন্য মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা সহ নানা বিনোদনমূলক আয়োজন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তৃতায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, ''এই ধরনের শিল্প মেলা শুধু স্থানীয় কারিগর ও বয়নশিল্পীদের আর্থিক উন্নতির সুযোগই তৈরি করে না, বরং রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পকে দেশব্যাপী পরিচিত করাতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।'' মেলা আগামী ৭ দিন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

রাতের অন্ধকারে রহস্যজনক ভাবে বাইকে আগুন

আগরতলা, ১২ অক্টোবর: রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকা এক ব্যক্তির বাইকে আগুন জ্বলে ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ব্রজপুর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিমল সিনহা নামে এক ব্যক্তি প্রতিদিনের মতো পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাতের খাবার শেষে ঘুমাতে যান। মধ্যরাতে হঠাৎ একটি অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তাদের। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, বারান্দায় রাখা তার মোটরবাইকে আগুন লেগেছে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও প্রায় ৭০ শতাংশ বাইকটি পুড়ে যায়, তবে পেট্রোলের ট্যাংকের দিকে আগুন না আসায় রক্ষা পায় পরিবারটি। নাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

ক্রীড়াঙ্গন

জেআরসি-র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত, মাঠকর্মীরা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হলো। আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আজ, রবিবার বিকেলে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অভিনব এক উদ্যোগের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে জেআরসি-র সদস্যরা ক্লাবের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। ২০২০ সালে সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে বিভিন্ন খেলাধুলা ও অনুষ্ঠান আয়োজনকে পাথেয় করে গড়ে ওঠা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি ৬ বছরে পদার্পণ করেছে। এই সময়ের মধ্যে জেআরসি-র সদস্যরা শতাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার পাশাপাশি সমস্ত সাংবাদিক বান্ধব ক্রিয়া-কলাপে জড়িয়ে থাকা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবছর রাজ্যের বিভিন্ন ক্রিকেট মাঠ এবং ফুটবল মাঠে কর্মরত গুণী কর্মী তথা গ্রাউন্ডসম্যানদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী, প্রখ্যাত ডাক্তার ও সমাজসেবী রণবীর রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ। স্বাগত ভাষণ রাখেন সাধারণ সম্পাদক অভিষেক দে। জেআরসি-র সহ-সভাপতি অনির্বাণ দেব, সহ-সম্পাদক অভিষেক দেববর্মা, কোষাধ্যক্ষ মেঘধন দেব, কার্যকরী সদস্য এবং সাধারণ সদস্য বিশ্বজিৎ দেবনাথ, সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, প্রণব শীল, মৃদুল চক্রবর্তী, তাপস দেব, মিল্টন ধর, বিষ্ণুপদ বণিক, বাপন দাস, দিব্যেন্দু দে, মনোজিৎ দাস প্রত্যেকে মাঠের গুণী কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ক্রিকেট মাঠে গুণী কর্মী হিসেবে স্বপন কুমার দে, অলক সরকার, জীবন ঘোষ, প্রণয়জিৎ সাহা, প্রদীপ কুমার সাহা, দেবাশীষ বণিক, রূপক দে, শুভঙ্কর দেবনাথ, বিক্রম সরকার, প্রদীপ দাস, প্রণব রায়, লিটন দাস, বিনয় সাহা, পীযূষ বিশ্বাস, সুভাষ রুদ্রপাল, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, রবীন্দ্র নমঃ, গৌতম পাল, সুবল দেবনাথ, বিদ্যুৎ নাগ, রতন বর্ধন, বিশ্বনাথ বর্মন, অভিজিৎ কর, নারায়ণ সরকার, রামপ্রসাদ সরকার, সাধন দেবনাথ, লিটন দেবনাথ, বিমল দাস, সুজিত চৌধুরী, দীপক ভদ্র, মণীন্দ্র সরকার, গৌতম বর্ধন, স্বপন সরকার, সুবোধ দেব, সঞ্জু ঘোষ, সত্যজিৎ চৌধুরী, রতন পাটারি, অনুপ দাস ও জয়নাল ভুঁইয়া এবং ফুটবল মাঠে গুণী কর্মী হিসেবে দুলাল চন্দ্র দেব, উত্তম সাহা, স্বপন দে, বিজয় ঋষি দাস, হারু দাস ও সুদীপ সরকার প্রত্যেকে এ ধরনের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হয়ে উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। আপ্লুত স্ট্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে আরও আত্মনিয়োগের উৎসাহ পেয়েছেন বলে জানান।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রখ্যাত সঞ্চালক শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য ওনার শব্দচয়নে অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছেন। পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন সমাজসেবী সীমা দাশগুপ্তা, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি অমিত দেব, যুগ্ম সম্পাদক তপন সাহা, রেফারি এসোসিয়েশনের সম্পাদক নারায়ণ দেব প্রমুখ। সামগ্রিক অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিতভাবে সম্পন্ন হওয়ায় জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

শেষ বলে জয়! দক্ষিণ আফ্রিকাকে টি-টোয়েন্টিতে হারিয়ে চমকে দিল নামিবিয়া, লজ্জার নজির বিশ্বকাপ ফাইনালিস্টদের

একটিই মাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল। সেখানেও কেউ তাদের হিসাবের মধ্যে রাখেননি। অথচ অঘটন ঘটিয়ে দিল নামিবিয়া। একমাত্র ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চার উইকেটে হারিয়ে দিল তারা। শেষ বলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে আফ্রিকার দেশটি। প্রথম বার কোনও সহযোগী দেশের কাছে টি-টোয়েন্টি হারল দক্ষিণ আফ্রিকা। নামিবিয়ার উইন্ডহোয়েকের মাঠে এটাই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ম্যাচেই অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছিলেন কুইন্টন ডি'কক। প্রথম ইনিংসে তিনি টিকলেন মাত্র চার বল। করলেন এক রান। দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিল। সেটিও ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। অন্তত নামিবিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে তো বটেই। নামিবিয়ার বোলারদের সামনে কোনও প্রোটিয়া ব্যাটারই সুবিধা করতে পারছিলেন না। লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস (২২), রিজা হেনড্রিক্সের (১) মতো প্রথম সারির ব্যাটারেরা খেলতে পারেননি। সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন জেসন স্মিথ। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে নামিবিয়ারও শুরুটা ভাল হয়নি। তারাও উইকেট হারাতে থাকে একের পর এক। তবে রান রেটের দিকে নজর রেখে রানের গতি বজায় রেখেছিল। কখনওই তা আয়ত্তের বাইরে যেতে দেয়নি। জেরার্ড ইরাসমাস (২১), মালান ক্রুগারের (১৮) অবদান কাজে লেগেছে। পরের দিকে দলকে জিতিয়ে দেন জেন গ্রিন।

শুরুটা ধীরগতিতেই করেছিলেন গ্রিন। উইকেটে টিকে থেকে খুচরো রান করার দিকে মন দিয়েছিলেন। শেষ দু'ওভারে তিনি হাত খোলেন। আন্দিল সিমেলানের বলে চার মেরে দলকে জিতিয়ে দেন। জেরাল্ড কোয়েৎজির চোট পাওয়াও দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমস্যায় ফেলে। ১.৩ ওভার বল করে চোট পেয়ে উঠে যান। নান্দ্রে বার্গার, লিজাড উইলিয়ামসের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারেরাও নামিবিয়াকে আটকাতে পারেননি।

শেষ ওভারে ১১ রান দরকার ছিল। প্রথম বলেই সিমেলানেকে ছয় মারেন গ্রিন। পরের বলে এক রান নেন। তৃতীয় বলে ২ রান নেন ট্রাম্পেলম্যান। চতুর্থ বলে এক রান নিতেই স্কোর সমান হয়ে যায়। পঞ্চম বলে রান হয়নি। ষষ্ঠ বলে গ্রিন চার মারতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা মাঠ।

গানদের বিরুদ্ধে ফের লজ্জার হার বাংলাদেশের, ২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশ ক্রিকেটে ঘোর দুঃসময়। মেহেদি হাসান মিরাজদের ফর্ম এতটাই শোচনীয় যে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে তারা আদৌ সরাসরি সুযোগ পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়ে গেল। শনিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডে-তে ৮১ রানে হারের পর আরও বড় জটিল হল বাংলাদেশের বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার অঙ্ক। সদ্য আফগানদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতলেও ওয়ানডে-তে ওপার বাংলার টাইগারদের ফর্ম শোচনীয়। আফগানদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে বড় হারের পর শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১৯১ রানের সহজ টার্গেট পেয়েছিলেন মেহেদি হাসান মিরাজরা। একটা সময় মনেও হয়েছিল কষ্ট করে হলেও বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতে যেতে পারে। কিন্তু ৫ উইকেটে ৯৯ রান থেকে ১০৯ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। ওপার বাংলার টাইগাররা হারে৮১ রানে। রশিদ খান একাই ৫ উইকেট পেয়ে ধসিয়ে দেন বাংলাদেশের ইনিংস। ফলে সিরিজে অজেয় ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল টাইগাররা।

এই সিরিজ হার বাংলাদেশের সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নকেও বড়সড় ধাক্কা দিল। ২০২৭ সালে বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়ায়। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিম্বাবোয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। নামিবিয়ার ওয়ানডে স্টেটাস না থাকায়, তাদের খেলতে হবে বাছাই পর্বে। ফলে দুই আয়োজক দেশের সঙ্গে আইসিসির ক্রমতালিকায় থাকা প্রথম আট দল সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে বিশ্বকাপে। বাকি ৪ দলকে খেলতে হবে বাছাই পর্বে।

হিসাব বলছ, আইসিসি র্যাংকিংয়ের ১ থেকে ৯ নম্বরে থাকা দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। বর্তমানে এই ক্রমতালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে ১০ নম্বরে। বাংলাদেশের উপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড। বাংলাদেশের পক্ষে ইংল্যান্ডকে ছোঁয়া সম্ভব না হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সরানোর একটা সুযোগ আছে। কিন্তু আফগানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে হার, সেই সম্ভাবনাকেও ক্ষীণ করে দিচ্ছে। হাতে আর মাত্র ৪টি ম্যাচ। বাংলাদেশকে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে হলে চারটিই জিততে হবে। তারপর অপেক্ষা করতে হবে অন্য দেশের ফলাফলের জন্য। ভাগ্য সহায় না থাকলে মিরাজ-শান্তদের খেলতে হবে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে। ১৯৯৯ সালের পর এখন পর্যন্ত কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি বাংলাদেশ।

এক বছরের জন্য নির্বাসিত আমন শেহরাওয়াত, কেন শাস্তির কবলে অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগির?

অলিম্পিকে পদকজয়ী তারকা কুস্তিগির আমন শেহরাওয়াতকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করল ভারতের কুস্তি ফেডারেশন। অতিরিক্ত ওজনের জন্য সেপ্টেম্বরে বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে পারেননি আমন। যে ঘটনাকে শৃঙ্খলাভঙ্গ ও পেশাদারিত্বের অভাব হিসেবে দেখছে ভারতের কুস্তি ফেডারেশন।

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছে, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কোনও কুস্তি সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমন আগামী এক বছর নামতে পারবেন না। তাঁকে নির্বাসনের সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেওয়া হল।' এর আগে আমনকে শোকজ করে বলা হয়েছিল, 'শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আপনার উত্তর খুঁটিয়ে দেখেছে। পাশাপাশি হেড কোচ ও অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফের থেকে মতামত চাওয়া হয়েছিল। দুপক্ষের মতামত বিবেচনা করে কমিটি মনে করছে, আপনার উত্তর সন্তোষজনক নয় এবং আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেবে বিশ্ব কুস্তি চাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ৫৭ কেজি বিভাগে নামার কথা ছিল আমনের। কিন্তু সেখানে ১.৭ কেজি বাড়তি ওজনের জন্য লড়াইয়ে নামা হয়নি ২২ বছর বয়সি কুস্তিগিরের।

গোয়ালিয়রে সিনিয়র মহিলা টি-২০ ত্রিপুরা আজ হিমাচলের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল আগামীকাল হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে। মহিলা সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দলের কাছে এটি চতুর্থ ম্যাচ। এ পর্যন্ত তিনটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়ে ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। হিমাচল প্রদেশের অবস্থাও তথৈবচ। প্রথম ম্যাচে কর্ণাটকের কাছে ৮ উইকেটে এবং তৃতীয় ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৭০ রানে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে উড়িষ্যা কে ৪২ রানে হারিয়ে হিমাচল প্রদেশ কিছুটা জাত চেনাতে পেরেছে। অনেকটা একই ভাবে ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৭৬ রানে এবং তৃতীয় ম্যাচে কর্নাটকের কাছে নয় উইকেটে এক প্রকার বিধ্বস্ত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদ কে ৪৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে শিবিরে স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করেছিল। প্রায় সম পর্যায়ের দুই দল আগামীকাল চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কেমন খেলে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। গ্রুপের অন্যান্য খেলায় আগামীকাল, সোমবার হরিয়ানা খেলবে কর্নাটকের বিরুদ্ধে। অন্ধ্র লড়বে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। ছত্তিশগড় এবং হায়দ্রাবাদ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

রিহ্যাবও করতে হয় বন্ধুর টাকায়! পাক প্রশাসনকে তুলোধোনা আরশাদের কোচের

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের নামের প্রতি একেবারেই সুবিচার করতে পারেননি। কোনওরকমে ফাইনালে উঠে সেখানে দশম স্থানে শেষ করেন। তিনি আরশাদ নাদিম। কেন এত খারাপ পারফরম্যান্স, সেই ফিরিস্তি পর্যন্ত চেয়েছিল পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ড। জবাবে পিএসবি'কেই একহাত নিলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমের কোচ সলমন ইকবাল। জানালেন, নাদিমকে রিহ্যাব করতে হয়েছে বন্ধুর টাকায়। এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করেনি পাকিস্তানি অ্যাথলেটিক্স সংস্থা।

পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডকে কাঠগড়ায় তুলে সলমন বলেন, "কাফ মাসলের সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল আরশাদের। টোকিওর আবহাওয়া বেশ গরম এবং আর্দ্র ছিল। খেলা হয়েছিল হার্ড ট্র্যাকে। যার প্রভাব পড়েছে পারফরম্যান্সে।" উল্লেখ্য, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মাত্র ৮২.৭৫ মিটার থ্রো করেছিলেন নাদিম।

নাদিম যখন সাফল্য পান, পাকিস্তানি সমর্থকরা সেলিব্রেশন করেন। সলমন বলছেন, কখনও যদি নাদিম প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে সমর্থকদের উচিত নাদিমের পাশে দাঁড়ানো। তাছাড়াও তিনি পিএসবি'কে মনে করিয়ে দেন, চোটের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় নাদিমের জন্য রিহ্যাবের ব্যবস্থা করতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্য নিতে হয়েছিল।

হতাশ কোচ আরও জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় নাদিমের রিহ্যাবের সময় পিএসবি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নাদিম জিতেছিলেন সোনা এবং রুপো। ২০২৪-এ প্যারিস অলিম্পিকে জিতেছিলেন সোনার পদক। সেই নাদিমকে কেন অন্যের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাইতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আরশাদের কোচ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডের গাফিলতির কথা।

সন্দীপের নেতৃত্বে রাজ্য নাইডু ট্রফির দল আজ রওনা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ক্রিকেটাররাই রিপোর্ট করেছেন। প্রস্তুতিপর্ব একেবারে চূড়ান্ত। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি-র জন্য ত্রিপুরার নির্বাচিত দল আগামীকাল, সোমবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। এবারকার কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ ১৬ অক্টোবর থেকে। জব্বলপুরে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে ইতোমধ্যে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি এবারকার মরশুমের প্রথম দু-টি ম্যাচের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা দল ঘোষণা করেছেন। ১৬ অক্টোবর থেকে জব্বলপুরে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরু হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে। খেলা হবে ২৬ অক্টোবর থেকে আগরতলায়। ২৩ অক্টোবরের মধ্যে পন্ডিচেরি দলের ক্রিকেটাররাও আগরতলায় পৌঁছে যাবেন। উল্লেখ্য, কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা দলকে নেতৃত্ব দেবেন তারকা খেলোয়াড় সন্দীপ সরকার। ডেপুটির ভূমিকায় রয়েছেন আনন্দ ভৌমিক। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন: আরমান হোসেন, তন্ময় দাস, অরিন্দম বর্মন, সপ্তজিৎ দাস, সাহিল সুলতান, সেন্টু সরকার, দীপজয় দেব, অমিত আলী, দীপ্তনু চক্রবর্তী, অর্কজিৎ রায়, দুর্লভ রায়, তনয় মন্ডল, সৌরভ কর, দীপেন বিশ্বাস, পামির দেবনাথ, দেবরাজ দে। প্রধান কোচ মনোজ রাওয়াত, সহকারী কোচ সন্দীপ ব্যানার্জি। এছাড়া, দুইজন ফিজিও সহ আরও সাতজন রয়েছেন সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে।

ভিনু মানকর ট্রফিতে ত্রিপুরা আজ কর্নাটকের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রমান্বয়ে হেরে যাওয়ার তকমা থেকে উত্তরণ চাইছে ত্রিপুরার যুবা ক্রিকেটাররা। ভিনু মানকর ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা আগামীকাল কর্ণাটকের বিরুদ্ধে খেলবে। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে ত্রিপুরা দল কর্ণাটক কে হারিয়ে। কর্নাটকের অনূর্ধ ১৯ পুরুষ ক্রিকেটাররা কিন্তু প্রথম ম্যাচে ২৮ রানের ব্যবধানে হায়দ্রাবাদ কে পরাজিত করে পুরো চার পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য চন্ডিগড় এর কাছে ৩৮ রানে পরাজিত হয়ে পয়েন্ট খুইয়েছে।

এদিকে ত্রিপুরা দল কিন্তু পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে হিমাচল প্রদেশের কাছে ৯১ রানে এবং হায়দ্রাবাদের কাছে ৮ উইকেটে হেরে পয়েন্ট তালিকায় ছেলেদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট তথা ভিনু মানকর ট্রফিতে এলিট গ্রুপ ডি বিভাগে একেবারে তলানিতে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় ম্যাচে কর্ণাটক পরাজিত হলেও প্রথম ম্যাচে জয়ের সুবাদে তাদের অবস্থান রান রেট এর বিচারে চতুর্থ স্থানে। টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় আগামীকাল এই ডি গ্রুপে ছত্তিশগড় খেলবে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে এবং চন্ডিগড় মুখোমুখি হবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা শেষে পয়েন্ট তালিকায় ছত্তিশগড় শীর্ষে রয়েছে পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে। দ্বিতীয় শীর্ষে হায়দ্রাবাদ এবং হিমাচল প্রদেশের অবস্থান তৃতীয় স্থানে।

৩ ঘণ্টার গোপন অনুশীলন! অস্ট্রেলিয়ার পিচের কথা মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছেন রোহিত

জাতীয় দলের নেতৃত্ব ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ব্যাটে রান ফেরাতে মরিয়া রোহিত শর্মা। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করতে প্রস্তুতির খামতি রাখছেন না সদ্যপ্রাক্তন অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজের প্রস্তুতিতে ডুবে রয়েছেন রোহিত। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর আন্তর্জাতিক ২০ ওভারের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত। গত আইপিএলের মাঝে বিদায় জানিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেটকেও। দেশের হয়ে শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলতে চান। নেতৃত্ব হারানোর পর সেই সম্ভাবনাও কমেছে কিছুটা হলেও। দলে জায়গা ধরে রাখতে হলে রান করতেই হবে। ধারাবাহিক ভাবে পারফর্ম করতে হবে। পোড়খাওয়া রোহিতের না বোঝার কথা নয়। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের আগে প্রস্তুতিতে ফাঁক রাখতে চাইছেন না মঙ্গলবার বিকালে মুম্বইয়ে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোহিত। সে জন্য অনুশীলন বন্ধ রাখেননি। ক্রীড়া ওয়েবসাইট 'রেভ স্পোর্টস'এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী অনুশীলন করেছেন। নবি মুম্বইয়ের ঘানসোলিতে রিলায়্যান্স কর্পোরেট পার্কে গোপনে তিন ঘণ্টা ব্যাটিং অনুশীলন করেন। রোহিত নিজেই অনুশীলনের সব ব্যবস্থা করেন। তাঁকে বল করেছেন আট থেকে ১০ জন নেট বোলার। রোহিতের অনুশীলনে সঙ্গী ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফিজিয়ো অমিত দুবে। অস্ট্রেলিয়ার পিচে বাউন্স বেশি হয়। সেই ধরনের পিচেই অনুশীলন করেছেন রোহিত। বোলারদের খাটো লেংথে বল করার নির্দেশ দেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক।

মঙ্গলবারে অনুষ্ঠানে রোহিত বলেছিলেন, "অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে ভালবাসি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলাও উপভোগ করি। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা বেশ চ্যালেঞ্জের।" তিনি আরও বলেন, "অস্ট্রেলিয়াও আমাদের বিরুদ্ধে সব সময় চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে। বেশ কয়েক বার অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছি। কেমন পরিবেশ হতে পারে, তা ধারণা করতে পারছি। জানি ওখানে কী ভাবে খেলতে হয়। আশা করছি, আমরা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে প্রত্যাশামতো পারফর্ম করতে পারব এবং সিরিজ জিতে ফিরব।"

নিজের ব্যাটিং উন্নত করার জন্য ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের কাছে বেশ কিছু দিন অনুশীলন করেছেন রোহিত। ওজনও কমিয়েছেন। ফিটনেসের মান বৃদ্ধি করেছেন। দেশের জার্সি গায়ে রোহিত শেষ খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। সেই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্রাত্য, নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে জাডেজা জানিয়ে দিলেন, ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে চান

অস্ট্রেলিয়া সফরে এক দিনের দলে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ফিরলেও নেওয়া হয়নি রবীন্দ্র জাডেজাকে। নির্বাচকেরা যুক্তি দিয়েছিলেন, আরও এক জন বাঁ হাতি স্পিনার নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নন তাঁরা। তবে দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সেই জাডেজা জানিয়ে দিলেন, তিনি দু'বছর পর এক দিনের বিশ্বকাপে খেলতে চান। 'অসম্পূর্ণ কাজ' শেষ করাই লক্ষ্য তাঁর।

সাংবাদিক বৈঠকে জাডেজা বলেছেন, "আমার উপর বিষয়টা নেই। তবে ২০২৭-এর বিশ্বকাপ খেলতে চাই। দল পরিচালন সমিতি, নির্বাচকেরা নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরে জায়গা পাইনি।" প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর জানিয়েছিলেন, অক্ষর পটেল দলে এমনিতেই আছেন। তাই আর এক জন বাঁ হাতি স্পিনার হিসাবে জাডেজাকে নিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না তাঁদের।

বাদ দিলেও জাডেজা জানিয়েছেন, তাঁকে সে কথা স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল। অলরাউন্ডারের কথায়, "কিছু কারণ তো ছিলই। ওঁরা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। দল ঘোষণার পর নিজের নাম দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এটা মোটেই বলা যাবে না। অধিনায়ক, নির্বাচক এবং কোচ আমার সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তাঁরা কী ভাবছেন এবং কী কী কারণ রয়েছে সেই ভাবনার পিছনে। তাই আমি খুশি। সুযোগ পেলেই ভাল খেলার চেষ্টা করব।"

জাডেজার মতে, বিশ্বকাপের আগে কতগুলি ম্যাচ খেলতে পারছেন তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। এখন না খেললেও অসুবিধা হবে না। তাঁর কথায়, "যদি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাই, তা হলে প্রতিযোগিতার আগে ক'টা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। ওই ম্যাচগুলোয় ভাল খেললে আমার জন্যই সেটা ভাল। গত বার কাছাকাছি এসেও ট্রফি জিততে পারিনি। তাই একটা কাজ বাকি পড়ে আছে।"

চলতি সিরিজে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে জাডেজাকে। তিনি জানালেন, অধিনায়ক হওয়ার আশা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তিনি তরুণদের পরামর্শ দিতেই পছন্দ করেন। জাডেজার কথায়, "আমি সব সময় দলের জন্য আছি। কোনও তরুণ ক্রিকেটার যখন খুশি এসে কথা বলতে পারে। কুলদীপ এসে মাঝেমাঝেই জিজ্ঞাসা করে। আমি ওকে নিজের ভাবনা বলি। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে যশস্বী পরামর্শ চায়। আমি ওকে পরামর্শ দিই যে কী ভাবে পরিস্থিতির কথা ভেবে মানসিকতা ঠিক রাখতে হবে। নেতৃত্ব নিয়ে ভাবিইনি। নিজের কাজটা ঠিকঠাক করে বাড়ি ফিরতে পারলেই খুশি।"

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ধর্মনগরে অভিরূপ মৃত্যুকাণ্ডে ঘাতক চালকের গ্রেফতার ১২ দিনের জুডিশিয়াল কাস্টডির নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ অক্টোবর: বহু জল্পনা—কল্পনার অবসান ঘটল অবশেষে। ধর্মনগর উপেন্দ্রনাথ লেনের বাসিন্দা অভিজিত দেবনাথের দশ বছরের পুত্র অভিরূপ দেবনাথের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোর ঘটনায় অভিযুক্ত ঘাতক গাড়িচালককে অবশেষে গ্রেফতার করেছে উত্তর জেলার পুলিশ। দুর্গাপূজার সময় ঘটে যাওয়া ওই দুর্ঘটনায় ছোট্ট অভিরূপের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে সমগ্র ধর্মনগর জুড়ে।

ধর্মনগরের স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিরূপের পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছিল ঘাতক চালকের কঠোর শাস্তির। অবশেষে শনিবার রাতে পুলিশ ধর্মনগর রেলস্টেশন এলাকা থেকে অভিযুক্ত সৌভিক নাথ (৩৫), পিতা চিত্তরঞ্জন নাথ, বাসিন্দা নেতাজীপাড়া, দিগলনাঘ-কে গ্রেফতার করে।জানা গেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় মামলা নং ২০২৫/ডিএমএন/০৮৭, তারিখ ০১.১০.২০২৫ অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিএনএস-২৩) এর ধারা ২৮১/১২৫(বি)/১০৬(১) এবং মোটরযান আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৮৪/১৮৭ অনুসারে মামলা রুজু করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘ তদন্তের পর অবশেষে ঘাতক চালকের অবস্থান চিহ্নিত করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আদালত তাকে ২৪-১০-২৫ পর্যন্ত জুডিশিয়াল কাস্টডিতে পাঠিয়েছে।

এদিকে অভিরূপের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের দ্রুত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং এই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

রাজধানীর বেণুবন বৌদ্ধ বিহারে ৪৮তম কঠিন চীবর দানোৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর: রবিবার রাজধানী আগরতলার বেণুবন বৌদ্ধ বিহারে অত্যন্ত ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হলো দানশ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দানোৎসব। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান এই দানোৎসবে অংশগ্রহণ করেন আগরতলার বৌদ্ধগণসহ ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তরা।

এদিন সকালে ভোরে শুরু হয় বুদ্ধবন্দনা। এর পর আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয় বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা। সকালে অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধপূজা, অষ্টপরিস্কার ও সংঘদান অনুষ্ঠান। পরে ভিক্ষুদের পিণ্ডদান সম্পন্ন হয়। বিকালে হয় মূল আকর্ষণ কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।

প্রসঙ্গত, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রতি বছর আষাঢ় পূর্ণিমা থেকে অশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত একত্রে একই বিহারে তিন মাসব্যাপী বর্ষাবাস পালন করেন। এই বর্ষাবাস শেষেই ভক্তগণ ভিক্ষুদের নতুন বস্ত্র বা চীবর দান করেন, যা 'কঠিন চীবর দান' নামে পরিচিত।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে কঠিন চীবর দানোৎসব কমিটি।

বেণুবন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ সংবাদমাধ্যমকে জানান, "কঠিন চীবর দান উৎসব বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। এটি বৌদ্ধ ধর্মে দানের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই উৎসবের মাধ্যমে মানবকল্যাণ ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।"

উৎসব উপলক্ষে এদিন বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণ জুড়ে ছিল ভক্তদের ভিড়, বৌদ্ধ স্তবগান ও ধর্মীয় আবহ।

মধুপুরে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার, এক যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল। শনিবার মধুপুর থানার অন্তর্গত দেবীপুর রাজাটিলা এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে।

ঘটনাস্থল থেকে প্রসেনজিৎ দাস নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকারও বেশি। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, এই গাঁজার চালান পাথর এলাকার উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য মজুত করা হয়েছিল।

মধুপুর থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং গোটা পাচারচক্রের অন্যান্য সদস্যদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দ্র

বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দীপাবলির আগাম বার্তা দিল ফ্রেন্ডস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১২ অক্টোবর: বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দীপাবলির আগাম বার্তা দিল ফ্রেন্ডস ক্লাব।

দীপাবলি কে সামনে রেখে রবিবার সকাল বেলা বিলোনীয়া বিদ্যাপীট স্কুল প্রাঙ্গনে পাঁচ টি বিষয় নিয়ে এক মেগা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এবার পূজোর থিম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালিদের অবদান।

বিশেষ করে বাংলা এবং বাঙ্গালিদের অবদান তা থিমের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াশ।বসে আঁক প্রতিযোগিতায় দু শতাদিকের উপরে কাঁচি কাঁচারা বসে আঁক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে তাদের পথ চলা শুরু, মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে। দীপাবলি উৎসবকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

ফ্রেন্ডস ক্লাবের আয়োজিত দীপাবলি উৎসব কে সফল করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ফ্রেন্ডস ক্লাবের আয়োজিত কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলেন ক্লাবের কর্মকর্তা পাভেল দাস এছাড়াও ছিলেন ক্লাবের কর্মকর্তা গন।

জম্পুইজলার জনজাতি পরিবারগুলির তৃষ্ণা নিবারণ ছড়ার জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ১২ অক্টোবর: ত্রিপুরার ত্রিপল ইঞ্জিন সরকারের শাসনকালেও পাহাড়ি জনজাতি এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। জম্পুইজলার ওয়েস্ট জারুলবাঁচাই গঙ্গারাম পাড়া এলাকার প্রায় ৫০ থেকে ৭০টি জনজাতি পরিবার আজও ছড়ার জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই জল দিয়েই তারা রান্না, ধোয়া-মোছা ও দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় কোনো পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। রাজ্য সরকার যেখানে বড় বড় ফ্লেক্স ও ফেস্টুনে 'জল জীবন মিশন'-এর মাধ্যমে "বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনে জল পৌঁছে গেছে" বলে প্রচার করছে, সেখানে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহুবার রাজ্য সরকার ও টিটিএডিসি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের দুঃখ-ক্ষোভের কথা জানান। তারা বলেন, "ভোটের সময় নেতা-মন্ত্রীদের অভাব থাকে না। প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু ভোট শেষ হলেই সব প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।"

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকার বিধায়ক, এমডিসি বা প্রশাসনের কোনো আধিকারিকই এখনও পর্যন্ত জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে আগ্রহ দেখাননি।

তারা সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন, আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচনে ভোট চাইতে আসলে প্রথমেই তাদের দাবি থাকবে এলাকার পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করতে হবে, তার পরেই তারা ভোট দেওয়ার কথা ভাববেন।

স্থানীয়দের এই ক্ষোভ রাজ্যের তথাকথিত 'ত্রিপল ইঞ্জিন সরকার'-এর বাস্তব চিত্র আবারও সামনে এনে দিল।

পুজোর বরাদ্দ সুজি-ময়দা-চিনি না পেয়ে ক্ষুব্ধ জনজাতি পরিবার নেট সমস্যায় খালি হাতে ফিরলেন চিকনছড়া এডিসি ভিলেজের মানুষজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ১২ অক্টোবর: পুজোর প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের বরাদ্দ সুজি, ময়দা ও চিনি এখনও হাতে পাননি জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া এডিসি ভিলেজের জনজাতি পরিবারগুলি।

রবিবার দিনেও অনেক দূর থেকে আসা বহু গ্রাহক চিকনছড়া ১ নম্বর রেশন দোকান থেকে খালি হাতে ফিরে যান, কারণ দোকানে নেট সংযোগ না থাকায় বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন করা যায়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাদের বক্তব্য, "সরকারের দেওয়া পুজোর বরাদ্দ উপহারগুলো যদি লক্ষ্মীপুজোর আগেই না পাই, তাহলে এর অর্থ কী?"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বহু মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে রেশন দোকানে আসেন, কিন্তু প্রতিবারই নেট না থাকার অজুহাতে তাদের ফিরে যেতে হয়। এতে সময়, শ্রম ও অর্থ সবই নষ্ট হচ্ছে।

চিকনছড়া ১ নম্বর রেশন দোকানের গ্রাহক চন্দ্রা দেববর্মা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "আগে কাগজে লিখে সামগ্রী দেওয়া হতো, তখন এমন সমস্যা ছিল না। এখন নেটের অজুহাতে আমাদের বারবার হয়রানি করা হচ্ছে।"

তিনি রেশন ডিলার রংমেনা বেগমের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করে যাতে সাধারণ মানুষ তাদের প্রাপ্য দ্রব্যসমূহ যথাসময়ে পেতে পারেন।

এই ঘটনার ফলে পুজোর আগে জনজাতি পরিবারগুলির মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কমলপুর রামঠাকুর সেবা মন্দিরে পরপর দুদিন চুরি চোর গ্রেফতারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন আশ্রম কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ অক্টোবর: কমলপুর রামঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রমে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দু'দুবার চুরির ঘটনার পর চোরদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে আজ রবিবার বিকেল ৫টায় কমলপুর থানায় ডেপুটেশন দিল আশ্রম কমিটি।

আশ্রম কমিটির পক্ষ থেকে থানার ওসি সুমন আচার্য্যের হাতে এই ডেপুটেশন তুলে দেন রামঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রমের সম্পাদক দিলীপ মজুমদার ও সদস্যা স্মৃতি নাগ।

উল্লেখ্য, গত ৫ অক্টোবর এবং ৯ অক্টোবরপরপর দু'দিন চোরেরা মন্দিরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। তারা রামঠাকুরের সোনার অলংকার ও প্রণামির বাক্স ভেঙে প্রায় লক্ষাধিক টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ভক্তরা।

আশ্রমের সম্পাদক দিলীপ মজুমদার জানান, "দু'দুবার চুরি হয়েছে, অথচ অভিযুক্তদের এখনো ধরা যায়নি। তাই আজকের ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছি।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করছেন।

রেগা কর্মীদের বেতন না মেলায় ক্ষোভ, রাজ্য সরকারের ঘোষণায় ভাঙল ভরসা

আগরতলা, ১২ অক্টোবর : শারদোৎসবের আগে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল যে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদান করা হবে। কিন্তু সেই ঘোষণার প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ২,৫০০ রেগা কর্মচারী তাদের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পাননি।

স্বল্প বেতনের বিনিময়ে কাজ করা এই চুক্তিবদ্ধ রেগা কর্মচারীরা প্রতিদিন জীবিকার তাগিদে কাজ করে চলেছেন। তাই পুজোর আগে বেতন না পাওয়ায় তাঁদের পরিবারে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন, রাজ্য সরকারের ঘোষণার পরেও নির্ধারিত সময়ে বেতন না দেওয়া এক ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ।

সরকারি সূত্রে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি, কিছু কারিগরি ও হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বেতন প্রক্রিয়ায় দেরি হয়েছে। তবুও উৎসবের সময়ে বেতন না পাওয়া রেগা কর্মচারীদের জীবনে যে গভীর অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উৎসবের মৌসুমে বেতন প্রদানে এই গাফিলতির কারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে রেগা কর্মচারীদের বেতন প্রদান নিশ্চিত করুক, নইলে আগামী দিনে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে কর্মীদের মধ্যে।

৩৭তম বীরচন্দ্র মনু শহীদান দিবস পালন করল সিপিআইএম

আগরতলা, ১২ অক্টোবর : আজ সারা রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হলো ৩৭তম বীরচন্দ্র মনু শহীদান দিবস। এই উপলক্ষে সিপিআইএম দলের সদর দপ্তরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শহীদদের প্রতি মাল্যদান ও নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিপিআইএম নেতৃত্ব।

উপস্থিত দলীয় কর্মকর্তারা জানান, বীরচন্দ্র মনু শহীদ দিবস প্রতি বছরই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়, যাতে নতুন প্রজন্ম অতীতের সংগ্রামের ইতিহাস ও আত্মত্যাগের চেতনাকে ধারণ করতে পারে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালে জোট রাজত্বের সময় ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন কর্মী। তাঁদের স্মরণেই এই দিনটি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বসহ একাধিক কর্মী ও সমর্থক। এদিন শহীদদের স্মরণে লাল পতাকা উত্তোলন ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ।

াকুরের মূর্তি চুরির ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার একাধিক মূর্তি ও মোবাইল উদ্ধার পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর: ঠাকুরের মূর্তি চুরির ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। দুই চোরকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তাদের কাছ থেকে একাধিক ঠাকুরের মূর্তি এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

মানিক্যনগর টাউন হলে, শ্রী শ্রী বৈষ্ণব মহামন্ডলী ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১২ অক্টোবর: বক্সনগর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত মানিক্যনগর টাউন হলে আজ সনাতন ধর্মীয় মহামণ্ডলীর উদ্যোগে এক মহা বৈষ্ণব ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টা নাগাদ রাধা—কৃষ্ণের বিগ্রহে পূজা, আলপনা অর্চনা ও সনাতন ধর্মীয় স্তুতি পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্য মহামণ্ডলের চেয়ারম্যান তথা মহা নির্দেশক কৃষ্ণকান্ত গোস্বামী।

বক্সনগর এলাকার বিভিন্ন গাঁও সভা থেকে আগত শতাধিক সনাতনী ভক্তবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রাধা-কৃষ্ণের জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র প্রাঙ্গণ। গীতা গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে ভক্তদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির তত্ত্বকথা তুলে ধরেন উপস্থিত মহন্ত ও গোস্বামীরা।

ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বৈষ্ণব মহামণ্ডলীর প্রায় ৫০ জন গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। মানিক্যনগর গ্রামের বিশিষ্ট সাধু নেপাল গোস্বামী এদিন ধর্মীয় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "বর্তমানে কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে সনাতন ধর্ম ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই প্রত্যেক ভক্তকে ঘৃণা, মদ, মোহ, লোভ ও ক্রোধ ত্যাগ করে গুরুদেবের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সৎ আচরণের মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথ অনুসরণ করতে হবে। গুরু কৃপাহি কেবলম।"

তিনি আরও বলেন, "চতুর্যুগ জুড়ে যখনই পৃথিবীতে অন্যায়, অপরাধ ও অপশক্তির বিস্তার ঘটেছে, তখনই ভগবান দুষ্টের দমন ও সৃষ্টির রক্ষার জন্য বিভিন্ন রূপে অবতার গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে হরিনামই একমাত্র মুক্তির পথ। হাতে কর্ম, মুখে হরিনাম এভাবেই জীবনের সার্থকতা।"

অবশেষে তিনি সমাজে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রেখে সৎ নীতি ও আদর্শের পথে চলার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে তিনি আশা প্রকাশ করেন, "যদি আমরা একে অপরের প্রতি সহনশীলতা, ভক্তি ও মানবতার চেতনা ধরে রাখতে পারি, তবে সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত সফলতা অর্জিত হবে।"

অনুষ্ঠান শেষে সম্মেলন প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বেহাল রাস্তায় চরম দুর্ভোগ জম্পুইজলার দয়ারামপাড়া এলাকায় বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ১২ অক্টোবর: ১৭-গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের জম্পুইজলা দয়ারামপাড়া এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘ বছর ধরে রাস্তাটির সংস্কার না হওয়ায় জনদুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোলাঘাটি টাকারজলা রোডের পাশ থেকে শুরু হয়ে দয়ারামপাড়া—দেবেন্দ্রপাড়া—সুরেন্দ্রপাড়া হয়ে বাহরামপাড়া পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রাস্তার সমস্ত ইট উঠে গিয়ে জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার সময় এই রাস্তায় হাঁটু সমান কাদা জমে, ফলে যাতায়াতে ভোগান্তির অন্ত নেই।

এই রাস্তাটির দু'পাশে ৫০০-রও বেশি পরিবার বসবাস করে। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, গর্ভবতী মহিলা, কৃষক ও সাধারণ পথচারীদের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পূর্বে বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান বিধায়ক মানব দেববর্মার আমলেও কেউ এই রাস্তাটির উন্নয়নের দিকে নজর দেননি।

বিভিন্ন সময়ে বারবার দাবি জানিয়েও প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানান, "ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে রাস্তাটির কোনো কাজ হয় না। আমাদের ধৈর্য্য এখন শেষের দিকে।"

তাদের দাবি, অবিলম্বে দয়ারামপাড়া গ্রামীণ রাস্তাটির সংস্কার কার্য্য শুরু করতে হবে, না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে স্থানীয় বাসিন্দারা।

সোনামুড়া সীমান্ত এলাকা থেকে ১৫০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ ও বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১২ অক্টোবর: সোনামুড়া থানার ইউ এন সি নগর সীমান্ত এলাকা থেকে ১৫০টি বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়ার ঘটনা তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি নির্জন স্থান থেকে এসব মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকৃত মোবাইলগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। মোবাইলগুলোর কোন মালিক পাওয়া যায়নি। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তে আনা হয়েছিল।

সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ তদন্ত চলছে। কে বা কারা এবং কোন উদ্দেশ্যে মোবাইলগুলো নিয়ে এসেছিল তা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়া একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকৃত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সোনামুড়া থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "মোবাইল উদ্ধার নিয়ে তদন্ত চলমান। সীমান্তে অবৈধ পরিবহন রুখতে আমরা তৎপর। দ্রুত অভিযুক্তদের খুঁজে বের করা হবে।"

ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয়রা নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবছরের মতো এই বছরও ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কালীপূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ অক্টোবর: দেবী পক্ষের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া শহরে শুরু হয়েছে মাতা কালির আরাধনার জোর প্রস্তুতি। প্রতিবছরের মতো এই বছরও ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কালীপূজা। টানা ২৭ বছর ধরে এই ক্লাব মায়ের আরাধনায় ব্রতী, যা আজ গোটা বিলোনিয়াবাসীর গর্বের বিষয়।

ত্রিপুরার দ্বিতীয় বৃহত্তম কালীপূজা হিসেবে পরিচিত এই পূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ নয়বরং সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েও ফ্রেন্ডস ক্লাব বরাবরই নিজস্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে। পূজার আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে রক্তদান শিবির, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ, যা এলাকায় ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

পূজামণ্ডপে ইতিমধ্যেই চলছে প্রস্তুতির ব্যস্ততা। শিল্পীরা দিনরাত এক করে কাজ করছেন মণ্ডপ সজ্জা ও থিম প্রস্তুতিতে। এবারের থিম"স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির অবদান"যার মাধ্যমে দেশপ্রেম, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটানো হবে বলে জানিয়েছেন ক্লাব সদস্যরা।

ক্লাবের সদস্য পাভেল দাস জানান, "আমরা গত ২৭ বছর ধরে মায়ের আরাধনা করে আসছি। এটা শুধুমাত্র আমাদের ক্লাবের পূজা নয়, গোটা বিলোনিয়াবাসীর ভালোবাসা ও সহযোগিতার প্রতিফলন। এবারের থিমে আমরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে স্মরণ করতে চাই।" এছাড়াও, সংগীতপ্রেমীদের জন্য রয়েছে বিশেষ চমকবিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গর্গকে স্মরণ করে তার প্রতিকৃতি বালু দিয়ে স্যান্ড আর্ট আকারে তৈরি করা হবে। তার সঙ্গীতজগতের অবদান ও জনপ্রিয়তাকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই শিল্পকর্ম প্রদর্শন করা হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে।বছরের পর বছর ধরে ফ্রেন্ডস ক্লাবের এই উদ্যোগ বিলোনিয়া মহকুমায় এক অনন্য ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় ভক্তি, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষায় তাদের এই প্রচেষ্টা আজও অনুপ্রেরণার উৎস।

কুমারঘাটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যনির্বাহী বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১২ অক্টোবর: কুমারঘাটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বৈঠক প্রীতি হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভারম্ভ করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কোষাধ্যক্ষ গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, ন্যাশনাল মন্ত্রী কমলেশ সিং, প্রদেশ সম্পাদক গৌরব দাস, প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক তুষার ভৌমিক এবং রাজ্যের নির্বাচিত বিশেষ কার্য্যকর্তারা।

বৈঠকের সূচনার আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে ন্যাশনাল সম্পাদক কমলেশ সিং বলেন, এই বৈঠকে শুধুমাত্র নির্বাচিত কর্মী উপস্থিত রয়েছেন। আমরা রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাগত ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করছি। বিশেষভাবে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যার বিষয়ে গভীর আলোচনা করা হবে। এছাড়াও আমরা চাই, ভারত যেন ত্রিপুরাকে আরও গভীরভাবে জানে এবং ত্রিপুরাও যেন ভারতের মূলধারার সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়। প্রত্যেক জেলার কর্মীদের কাছ থেকে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিয়ে ভবিষ্যতে কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের শিক্ষাগত ও সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর সমাধানে কার্য্যকরী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বগুণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas